শ্রীদুর্গা

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

মিত্র থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—শুক্রবার, ২রা এপ্রিল, ১৯২৬।

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

১৩৪৫

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২-১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি-এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস,
২২-১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
৮১নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিত্র থিয়েটার

[প্রথম অভিনয় রজনী]

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র।

সঙ্গীতাচার্য্য—প্রফেসর দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী স্বরস্বতী।

নৃত্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

বংশীবাদক—শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ঘোষ।

হারমোনিয়ম বাদক— „ „ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গত কারক—শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বসাক।

স্মারক—শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পাত্রপাত্রীগণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম, শনি,
কুবের ও অন্যান্য দেবগণ।

মহিষাসুর	...	...	অসুররাজ
চিক্ষুর	...	...	মহিষাসুরের সেনাপতি
কুট্টুস	...	...	ঐ অনুচর
কাত্যায়ন	...	...	তপঃসিদ্ধ মহর্ষি
রৌদ্রাশ্ব	...	...	কাত্যায়নের শিষ্য

অসুর প্রধানগণ, অসুর-প্রহরীদ্বয়, অনুচরগণ, সারথী ইত্যাদি।

মহামায়া, শচীদেবী, জয়া, বিজয়া, কামকলা, পৃথিবী, উর্ব্বশী,
মেনকা, রম্ভা ও অন্যান্য অপ্সরাগণ, মায়ানায়িকাগণ,
ডাকিনীযোগিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি

পুরুষগণ

ব্রহ্মা—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (এ্যামেচার)। বিষ্ণু—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এ্যামেচার)। শিব—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্র—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুস্তফি। বায়ু—শ্রীপ্রমথনাথ দে। বরুণ—শ্রীসুলালচন্দ্র গাঙ্গুলী। অগ্নি—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যম—শ্রীসন্তোষকুমার শীল। চন্দ্র—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সূর্য্য—শ্রীসত্যচরণ শীল। শনি—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত (চানীবাবু)। কুবের—শ্রীদুলালচন্দ্র ভড়। মহিষাসুর—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। চিক্ষুর—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কুট্রুস—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাত্যায়ন—শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। রৌদ্রাশ্ব—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উৎসববাবু)। সারথী—শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষ !

স্ত্রীগণ

মহামায়া—শ্রীমতী তারাসুন্দরী। শচীদেবী—শ্রীমতী নিভাননী। বিজয়া—শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী। জয়া—শ্রীমতী প্রমীলাবালা। কামকলা—শ্রীমতী কুসুমকুমারী। পৃথিবী—শ্রীমতী নরীসুন্দরী। উর্ব্বশী—মলিনাবালা। মেনকা—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী। রম্ভা—শ্রীমতী কনকবালা। মায়ানায়িকাগণ, অপ্সরাগণ ও ডাকিনীযোগিনীগণ—শ্রীমতী কনকলতা, শ্রীমতী বিমলা, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী, শ্রীমতী গোপালী, মিস্ দুলি, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা, শ্রীমতী মণিবালা, শ্রীমতী কিরণবালা, শ্রীমতী আবিরা, শ্রীমতী রাজেন্দ্রবালা, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী অন্নদাময়ী, শ্রীমতী হেমন্তবালা, শ্রীমতী সত্যবালা, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী প্রমীলাবালা ২নং, শ্রীমতী কুইনকুমারী, শ্রীমতী গিরিবালা ইত্যাদি।

মঙ্গলাচরণ

জয় গণপতি পরমশুভসিদ্ধিদাতা !

জয় নারায়ণ বিশ্বনিয়ন্তা ধাতা !

নমস্তে নমস্তে ভবানী জগন্মাতা !

নমো ভগবতী বাণী কল্যাণী ! জ্ঞান-বিজ্ঞান-সঙ্গীত-কলা-জননী !

জয় জয় শম্ভো : শশাঙ্কশেখর ! নটনাথ ! কর করুণা দীনজনে,

সফলা কর মম ভারতী সম্প্রতি জাগরিতা ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মানস সরোবর তীর—সময় সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

রৌদ্রাশ্ব নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ। সম্মুখে মায়ানায়িকাগণ নৃত্য করিতেছে। রৌদ্রাশ্ব ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল। রূপযৌবনসম্পন্না নায়িকাগণের নৃত্যগীতে বিমুগ্ধ হইল। আসন ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ধরিবার-জন্য পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

মায়ানায়িকাগণ। গীত।

এ ভরা যৌবন-জোয়ার মানে কি মানা বঁধূহে!
এ বুকে কত পিয়াসা—মিটে কি আশা দরশনে শুধু হে!
মনসিজ হানিছে ফুলবাণ,
বিঁধিছে কোন পরাণ,—
কর দান, কর দান, অধরে অধরে মধুহে!

রৌদ্রাশ্ব । হে সুন্দরী-কুল !
দয়া কর, রাখ পায় কাতর কিঙ্করে ।
হের পঞ্চবাণ বিঁধিয়াছে বুকে—
যায় প্রাণ,
করুণার সুধা কর দান ।

(নৃত্য করিতে করিতে মায়ানায়িকাগণের প্রস্থান ও
মহিষাসুরের আবির্ভাব)

মহিষাসুর । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(উচ্চহাস্য)

রৌদ্রাশ্ব । একি হ'ল ? কোথা গেল ? কোথায় লুকাল ?

(চক্ষু মুছিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ)

না না, ভ্রান্তি, ভ্রান্তি মোর—
দেবী বুঝি করিলেন মায়া ।
হায় হায় ! কি করিনু আসন ত্যজিয়া !
কামের ছলনে ভুলি
গুরুবাক্য করিনু হেলন—
সাধিনু আপন সর্ব্বনাশ !

মহিষাসুর । (নিকটে আসিয়া)—কি হে সন্ন্যাসী,
করেছ কি সিদ্ধিলাভ তপস্যার ফলে
ইষ্টদেব দেছেন কি দেখা ?
মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে ?

রৌদ্রাশ্ব। ধিক্ ধিক্ শতধিক্ মোরে!
আরে মূঢ়! শক্তিহীন ইন্দ্রিয়-নিরোধে,
তপঃসিদ্ধি অভিলাষ তোর!
নরকের কীট তুই নরকে রহিবি,—
পরাগত নহে তোর তরে।

মহিষাসুর। বল হে সন্ন্যাসী,
নিরুত্তর কেন?

রৌদ্রাশ্ব। গুরুদেব! গুরুদেব! কোথা আছ তুমি?
দাও দেখা একবার—
শেষবার চরণের ধূলি—
এ পরাণ না রাখিব আর,
অগ্নিকুণ্ডে দিব বিসর্জ্জন।

(কাত্যায়নের প্রবেশ)

কাত্যায়ন। বৎস! কেন মোরে করিলে স্মরণ?
একি! যোগাসন করিয়াছ ত্যাগ,
জ্ঞানহীন মূঢ় সম উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে
চাহিতেছ চারিভিতে,—
কি হয়েছে কহ স্পষ্ট করি।

(রৌদ্রাশ্ব উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল—
সহসা কাত্যায়নের পদতলে পতিত হইল)

রৌদ্রাশ্ব। গুরুদেব! গুরুদেব! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। দেহ প্রাণ দগ্ধ হয়ে গেল—আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

কাত্যায়ন বুঝিলাম বিঘ্ন ঘটিয়াছে।
মহামায়া করিলা কি মায়া?
কিম্বা কোন দুষ্টের ছলনা?

মহিষাসুর। ঠাকুর, আমি জানি কি হয়েছে।

কাত্যায়ন। কে তুমি, এখানে কেমন করে এলে?

মহিষাসুর। কে আমি?
আমি যে হই সে হই,
তব তাহে কিবা প্রয়োজন?

কাত্যায়ন। কিবা প্রয়োজন?
ভাল, ধ্যানযোগে জানিব এখনি।

মহিষাসুর। ধ্যান যোগে?
হাঃ হাঃ হাঃ! ধ্যান যোগে?
জানি আমি ভাল মতে
ভণ্ডামির ছল মাত্র তপস্বীর ধ্যান।
জান কি হে ধ্যান কারে বলে?

কাত্যায়ন। (সক্রোধে)—কি!

মহিষাসুর শুন ঋষি,—
আমি বিঘ্ন ঘটায়েছি এর তপস্যায়,—
বিমোহিনী নায়িকার রূপে
করিয়াছি প্রলোভিত।
ইন্দ্রিয়-নিরোধে অশক্ত যে জন,

তারে কেন দাও মুনি হেন গুরু-ভার ?
যোগাসন নহে তার তরে।

কাত্যায়ন। আরে মূঢ়!
অহঙ্কারে অবহেলা কর মোর প্রতি ?
ধ্বংস তোরে এখনি করিব।

মহিষাসুর। ধ্বংস মোরে করিবে—তুমি ?
হে তাপস! জান কি হে কেবা আমি ?
আমি সেই—
ত্রিভুবন হবে কম্পান্বিত
প্রতাপে যাহার—
কামরূপী মহিষ অসুর,
রম্ভের তনয়,
শিব অংশে লভেছি জনম,
অজেয় ব্রহ্মার বরে।

কাত্যায়ন। আরে আরে দুষ্ট দুরাচার,
এত স্পর্দ্ধা তোর!
অহঙ্কারে ধরা দেখ সরা।
বিনাদোষে
নিরীহ তাপস প্রতি কর অত্যাচার!
তপোভঙ্গ করিয়াছ শিষ্যের আমার,
লভ উপযুক্ত প্রতিফল তার।—
হও তুমি কামরূপী শিব অংশে জাত,

অজেয় অমর কিম্বা হও,
আমি তোমা দিনু অভিশাপ—
যেই বামা রূপে
তপোভঙ্গ করিলে ইহার,
সেই বামা করে
তোমারে মরিতে হবে।
তিন লোকে বীরেন্দ্র-মণ্ডলী
যদ্যপি তোমার কাছে শির নত করে,
তথাপি—তথাপি সে
রমণীর রণে তব নাহিক নিস্তার।

মহিষাসুর। হাঃ হাঃ হাঃ! রমণী?
রমণীর রণে মম হবে পরাজয়?

কাত্যায়ন। নহে পরাজয় শুধু—
রমণীর রণে তব নাহিক নিস্তার।
বৎস! এসো মোর সনে।

(কাত্যায়ন ও রৌদ্রাশ্বের প্রস্থান)।

(ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে—
এক্ষণে চারিদিক চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত—উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা ও অন্যান্য অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্সরাগণ। গীত।

ভেসে চল্, ভেসে চল্ সখী, ভেসে চল্, ভেসে চল,
ধরায় বহিয়া যায় উছল অমিয় পরিমল।

আমোদ গন্ধে, মলয় মন্দে, ললিত ছন্দে
উন্মেষিত-নবযৌবনা ধরণী,
কাম-দায়িনী গরবিণী—
উল্লাষ অনন্ত এ নব বসন্তে পুলকিত হিয়া করে টলমল্!
দুকুল ছাপিয়া ওঠে গান, জীবন-প্রবাহে বহে বান,—
আবেশে হরষে কার আশাপথ চাহি কত নিশি গেল গো বিফল!
বিফলে তিতাইল কিশলয় শয়ন নয়নের মুকুতা ফল।

উর্ব্বশী। সত্য সখী,
ধরামাঝে আছে স্থান স্বর্গ সমতুল।
হের ওই মানস সরস—
নহে কিলো মন্দাকিনী সম?

মেনকা। তা যদি না হবে,
তবে কেন মোরা সবে আসি ধরামাঝে?
কেন তবে দেবরাজ শচী-রাণী সনে
মত্ত আজি ধরাতলে প্রমোদ লীলায়?

রম্ভা। মোর কিন্তু ভাল নাহি লাগে।
ধরাতল বড়ই মলিন,
সমীরণে নাহি মাদকতা,
আলো-রেখা বিঁধে আঁখি সূচিকার মত।

উর্ব্বশী। তবে তুমি ফিরে যাও।

মেনকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাও।

চল্ সখি চল্, দেবরাজ সনে
জলকেলি করিগে মানসে।

সকলে। চল্ চল্—

(গাহিতে গাহিতে অপ্সরাগণের প্রস্থান—মহিষাসুরের প্রবেশ)

মহিষাসুর। একি অপরূপ রূপ হেরিনু ধরায়!
অতুলনা ভুবনমোহিনী!
মনে হল যেন
রক্ত মাংসে নহে গড়া তনু,
মূর্ত্তিমতী জ্যোছনা-বল্লরী
হেলিছে দুলিছে মৃদু মলয় হিল্লোলে!—
ফুলহার বিমলিন রূপের ছটায়।
ওই আসিতেছে—

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

না না, আগে অন্তরাল হ'তে
করি নিরীক্ষণ,
সম্ভাষণ করিব পশ্চাতে।

(অন্তরালে অবস্থান—শচীর প্রবেশ)

শচী। ধরাতল ভাল নাহি লাগে।
ফিরে যাই ত্রিদিব-নিবাসে।
কোথা দেবরাজ? বুঝি
জলকেলি করিছেন অপ্সরার সনে।

মহিষাসুর। সুন্দরী !

শচী। কে তুমি ? কে তুমি ?
কিবা চাহ মোর ঠাঁই ?

মহিষাসুর। আমি তব অনুগত জন,
আহত হয়েছি তব নয়ন-শায়কে।
হেরিয়া ও মুখশশি তব,
সুধাকর সুধা মোর তিক্ত মনে হয়।
তৃষিতা ধরণী-বক্ষে চরণ পরশে
ফুটাইয়ে সহস্র কুসুম
চলে এলে ললিত লীলায়—
দেখিয়াছি আমি,
মজিয়াছি, মরিয়াছি তাই।—
হে রূপসী !—

শচী। দূর হ'রে, দূর হ'রে কামুক কুকুর।
আমি তোর জননী সমান।

মহিষাসুর। হাসালে আমায় প্রিয়ে !
কি হয়েছে ? ভয় পাইয়াছ ?
আমা হ'তে নাহি কোন ভয়।
রূপে তুমি জিনেছ আমারে,
আমি পরাজিত, পদানত,
তৃষিত, তাপিত,—

তব রূপ সুধাপান বিনা
এ জীবন ধরিতে না পারি।
হে সুন্দরী! দয়া কর, দয়া কর মোরে,
রাখ প্রাণ, বিমুখ হয়োনা।

শচী। আরে আরে নীচ কাপুরুষ,
হিমাংশু ধরিতে চাও বামন হইয়া?
পতিত চণ্ডাল তুই, ঘৃণ্য সারমেয়,
যজ্ঞ-হবিঃ অভিলাষ তোর!
শোন্ কহি তোরে,—
জীবনের সাধ তোর এখনো মেটেনি,
এখনো নয়নে আছে আশার আলোক—
কেন ধ্বংস হবি?
প্রাণ লয়ে যারে পলাইয়ে।
নহে রোষানলে মোর
ভস্মীভূত হয়ে যাবি পতঙ্গ সমান।

মহিষাসুর। মরি মরি রূপের লহর বয়ে যায়!—
ক্রোধভরে ঘূর্ণিত নয়ন,
আরক্ত বয়ান,
অধরোষ্ঠ ঘন বিকম্পিত,
নাশারন্ধ্র সঘনে কাঁপিছে—
হেন রূপ দেখি নাই কভু।
প্রিয়তমে!—

শচী ।　　দগ্ধ হল শ্রবণ মণ্ডল,
পাপকথা শুনিতে না পারি ।
ছায়াস্পর্শে এলো মলিনতা,
দেহ মোর ভার মনে হয় ।—
আর তিল মাত্র না রহিব হেথা ।
যাই, স্নান করি মানস সরসে
ফিরে যাব ত্রিদিব নিবাসে,
ধরাতলে না আসিব আর ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মহিষাসুর । (পথরোধ করিয়া)—
কোথা যাও প্রিয়ে ?
ভুবন ভুলান ওই রূপের ছটায়
অন্ধ করি নয়ন আমার,
বিনা দোষে মরমে হানিয়া শেল,
এবে তুমি পলাইতে চাও !
নারী তুমি, এত কি কঠিনা ?
কুসুম-কোমল ওই হিয়ার মাঝারে
বেঁধেছ কি পাষাণে পরাণ ?

শচী ।　　বজ্রধর ! বজ্রধর ! কোথা তুমি ?
এসো ত্বরা, হান বজ্র,
ধ্বংস কর নারকী পিশাচে ।

এলেনা ! এলেনা !
তবে বসুন্ধরা ! দ্বিধা হও তুমি, গ্রাস কর মোরে।

মহিষাসুর। হে সুন্দরী !
কেন মোরে এত অবহেলা ?
নহি আমি অযোগ্য তোমার।
লোকমুখে শুনিয়াছ নাম
'মহিষ অসুর'—আমি সেই—
অবহেলা করোনা আমারে।
এসো প্রিয়ে, এস মোর ঘরে,
লহ মম প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি।
স্বর্গসুখ যদি প্রিয়ে বাসনা তোমার,
আমি নিজ বাহুবলে জিনিয়া ত্রিদিব
ডালি দিব ও পদ-কমলে।

(ধরিবার চেষ্টা)

শচী। রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ কোথায় ?
কোথা মাগো মহাশক্তি সতীকুলরাণী,
নৃমুণ্ডমালিনী বরাভয়াকরা !
আয় মাগো আয়,
রক্ষা কর্ দুহিতারে তোর।—

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। শচী ! শচী !—একি ?
দানব তাড়না করে শচীরে আমার !

বজ্র ! বজ্র ! কোথা বজ্র,
মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস কর দুরাত্মা দানবে।
(বজ্রপতন—মহিষাসুর মূর্চ্ছিত হইল—)
চল প্রিয়ে,
ফিরে যাই ত্রিদশ-আলয়ে।

(প্রস্থান)

মহিষাসুর। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) একি হ'ল!—কোথা পলাইল ?—
অকস্মাৎ বজ্রপাত কেন হ'ল ?
কেবা সেই নারী ?—
তবে কি সে দেবেন্দ্র-মহিষী ?—
সন্ধান করিতে হ'ল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গ-পথ।

(কুট্টুসের প্রবেশ)

কুট্টুস। নাঃ রাজারাজড়ার চাকরী করা আর পোষাল না। প্রভু করবেন প্রেম, আর হেঁপা পোয়াব আমি ! নেচে মরবেন কেলেসোনা, আর চিঁড়ে খাবেন ভজহরি ! আর একি বিদ্ঘুটে প্রেম বাবা ! প্রেম কর্লি তো কর্লি, এমন

লোকের সঙ্গে যে ত্রিভুবনে তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না! (দীর্ঘনিশ্বাস)—না জানি তার কেমন রূপ! আমার তো ভাবতেই প্রাণটা যেন "মরি—হায়—হায় হায়রে!"—আমাদের মহিষ রাজামশায় যখন মোষ থেকে ভেড়া বনেছেন তখন একটা কিম্ভূত কিমাকার না হয়ে যায় না। আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি। পাতাল এবং পৃথিবীতে যখন সে নাই, সে নিশ্চয় এই স্বর্গেই আছে। একবার খুঁজে পেতে তার নাগাল পেলে হয়, তারপর—একটা বিয়ে না করে, এক ঢোক সুধা না খেয়ে, চট্ করে অমর হয়ে যাওয়া—ব্যাস—তখন আর আমায় পায় কে?—ঐ না এক ঝাঁক বুল বুল প্যাথম ধরে আসছে। দেখি ওদের কাছে আমাদের মহারাজের বুলবুলটির ঠিকানা পাওয়া যায় কি না। আহাহা! রূপ নয় তো যেন আদাছানার মোণ্ডা। একটু গা ঢাকা দিয়ে দেখি—

(প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান)

(গাহিতে গাহিতে উর্ব্বশী, মেনকা ও অন্যান্য অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্সরাগণ গীত।

সোনালী সোনালী রং ফলেছে মেঘে!—
সাদা চোখে ঘুমিয়েছিলাম—দেখি রঙিন চোখে জেগে।

কে ওই রংয়ের তুলি বুলিয়ে চলেছে—
রাগে রাঙ্গা হিয়াটী তার তুলির মুখে গলেছে—
তাই রূপ-দরিয়ার বান ডেকেছে ছুটছে লহর বেগে !
হেলছে দুলছে সোনার তরী রঙিন হাওয়া লেগে !

কুট্রুস। উঃ হুঃ হুঃ—গেল গেল গেল !—

(অপ্সরাদের মাঝখানে আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া পড়িল।

উর্ব্বশী। কে তুমি ?

মেনকা। কোত্থেকে আসছ ?

রম্ভা। কি হয়েছে তোমার ? (সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাশ্চর্য্যে তাহাকে দেখিতে লাগিল)

কুট্রুস। উঃ হুঃ হুঃ—গেল গেল গেল !—(সকলে সরিয়া আসিল)

উর্ব্বশী। আহা ! তোমার কি হয়েছে গা ?

কুট্রুস। (সরোদনে) আমার এই পেটে বুকে একটা বিভীষণ বেদনা ধরেছে—

উর্ব্বশী। সখী, এসো আমরা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করি।

কুট্রুস। ঊঁ হুঁ। রোগটা অশ্বজাতীয় বটে, কিন্তু অশ্বিনীকুমারদের অসাধ্য।

রম্ভা। তোমার কি এ রকম মাঝে মাঝে হয় নাকি ?

কুট্রুস। আগে ছিল না, সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।

উর্ব্বশী। কি ব্যায়রাম তোমার ?

কুট্টুস। বল্লুম যে, এ রোগ অম্লজাতীয়—যাকে তোমাদের মোলায়েম ভাষায় বলে—প্রেম !

মেনকা। প্রেম ! সেকি আবার একটা রোগ নাকি ?

কুট্টুস। রোগ নয় ? এ রোগ যার হয় তার ভিটে মাটি চাটি—কখনো মুচকি হাসে, কখনো ভেঁউ ভেঁউ কাঁদে, কখনো ডিগ্‌বাজি খায়, আবার কখনো বা পা দু'টো উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটে।—উঃ হুঃ হুঃ—গেল গেল গেল !

রম্ভা। এ রোগ সারে কিসে ?

কুট্টুস। সে আর বলে কি হবে ? উঃ হুঃ হুঃ।

উর্ব্বশী। তবু বল না।

কুট্টুস। তবে বলি ?—না না আমার লজ্জা কচ্ছে—সে কথা আমি বলতে পারব না।

মেনকা। আহা বলই না।

কুট্টুস। বলব ? হেঁ হেঁ বলব ? হেঁ হেঁ আপনারা অনুমতি দিচ্ছেন ?

রম্ভা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি বল।

সকলে। বল বল।

কুট্টুস। তবে বলি। এ রোগ সারে—
(সুরে)—রমণীর কোমল পরশে।

উর্ব্বশী। আ মর মিন্সে !

মেনকা। এ মুখপোড়া কে গো ?

রম্ভা। যেমন চেহারা তেমনি আক্কেল।

কুট্টুস। (সক্রোধে)—কেন মশাই, আমার চেহারাটা মন্দ কি ? ওসব কথা খবরদার বলবেন না বলছি। ও কথা শুনলে আমার ভারি রাগ হয়, আর আমি যদি রাগি তো কাছে যাকে পাই তাকেই কুট্টুস করে কামড়ে দি, স্ত্রী পুরুষ বিচার করি না।—উঃ হুঃ হুঃ—গেল—গেল—গেল !

মেনকা। ম্যাগো ! গায়ে কি গন্ধ !

কুট্টুস কি ! আমার গায়ে গন্ধ (নিজের গাত্র শুকিয়া) কৈ না।—গন্ধ ? কৈ গন্ধ—শুঁকে দেখ।

উর্ব্বশী। তোমার বুঝি বিশ্বাস তোমার চেহারাটা খুব ভাল আর গায়ে বিশ্রী গন্ধ নয় ?

কুট্টুস। নিশ্চয় !— (সুরে)

আমার চেহারাটা মন্দ কি ?

কাল পেঁচা হার মেনে যায়, গর্ত্ত খোঁজে টিকটিকী।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !

মেনকা। তুমি এখানে কি কর্ত্তে এসেছ ?

রম্ভা। কোত্থেকে এসেছ ?

কুট্টুস। ঐ বাঃ সে কথাটা এতক্ষণ ভুলেই গেছি। এই এসেছিলাম প্রেম-রোগের বড়ি খুঁজতে—তা—তা বলছিলেম কি—এই তোমরা—তোমরা—

উর্ব্বশী। কি, আমরা কি ?—

সকলে। কি ? কি ?

কুট্টুস। এই বলছিলেম কি—এই বলেছিলেম কি—তোমরা আমায় বিয়ে করবে ?

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !

কুট্টুস। বলি হেসেই যে গড়িয়ে পড়লে ? ও থ্যাঁদা গিন্নি ! বলনা ভাই, বিয়ে করবে ? ও ভাই বেউর বাঁশ, ও মাখম বড়া ! ও ভাই বলিবর্দ্দ সুন্দরী ! বলনা ভাই, বিয়ে করবে ?

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !

কুট্টুস। দেখ—একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ—এমন সুপুরুষ তোমরা পাবে না।—(বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়াইল)

উর্ব্বশী। আ মর মুখপোড়া !

কুট্টুস। মুখপোড়া ! ওঃ তাহলে তুমি রাজী ! এঁ এঁ দেখ, ছেলেবেলায় আমার গিন্নী শ্রীমতী খ্যাংরাকাটী আমায় ওই বলে ডাকত। আর কি প্রেমই হয়েছিল তার সঙ্গে আমার !—(জিহ্বায় জলসঞ্চার) তাহ'লে চামচিকে সুন্দরী ! আর কালবিলম্বে দরকার কি ? চল আমাদের দেশে—সে ভারি মজার যায়গা—একবার গেলে আর আসতে চাইবে না।

সকলে। কি রকম ? কি রকম ?

কুট্টুস। কি রকম ? তবে শ্রবণ কর। সেখানে বাড়ী ঘর সব সোনায় মোড়া। বৃষ্টি হলে রাস্তায় সোনার কাদা হয়। আর সেখানকার সুন্দরীরা আমার মত

কন্দর্পদের ধরে কাড়াকাড়ি করে—এ বলে আমি বিয়ে করব ও বলে আমি বিয়ে করব। আর ফল সেখানে নানা রকম পাওয়া যায়, কিন্তু কলার বড় আদর। মর্ত্তমান, কাঁটালী, চাঁপা যত ইচ্ছা তত খাও—কিন্তু বেশী খেলে বদহজম জন্মে যায়।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

কুট্টুস। (ভেংচাইয়া) হাঃ হাঃ হাঃ !—একেবারে দন্ত বার করে মূলোর দোকান খুলে দিলে যে? কথাটা কিছু অভ্যন্তর হয়েছে ?

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !

কুট্টুস। তবু হাসি !—

উর্ব্বশী। দেখ্ এর কদাকার মূর্ত্তি এবং অসভ্যতা দেখে মনে হচ্ছে এ অসুর। এ নিশ্চয়ই কোন বদ মৎলব নিয়ে এসেছে। জানিস তো, সেদিন মর্ত্ত্যে মানস সরোবর তীরে দুর্ব্বৃত্ত মহিষাসুর শচীমাতাকে আক্রমণ করেছিল? এদের অসাধ্য কোন কাজ নাই। চল্ আমরা দেবরাজকে গিয়ে সংবাদ দিই।

সকলে। অসুর কি গো ! ওগো বাবা গো !

(অপ্সরাগণের প্রস্থান)।

কুট্টুস। গেল গেল গেল ! যা বেটীরা যা—আরশোলা ভাজা খেগে। আমার চেহারা বিশ্রী ! আমার গায়ে

দুর্গন্ধ! আচ্ছা আমিও দেখে নিচ্ছি। আগে খানিকটা সুধা তো যোগাড় করি—তাতে চেহারাটাও খাগিয়ে ফেলব, অমরত্বও লাভ হবে। তখন দেখব কোন বেটী আমায় হেনস্তা করে। আচ্ছা, আপাততঃ সংবাদ তো পাওয়া গেল মহারাজের মুণ্ডুপাত করেছেন শচীদেবী। আগে যাই, মহারাজকে মৎলব দিয়ে স্বর্গটাতো অধিকার করাই। তারপর তো'বেটীদের দেখে নেব। ঝাঁকুকে ঝাঁক খাঁচায় পুরে পুষব, আর যখন ক্ষিদের জ্বালায় চাঁহাঁই ডাকবে তখন জল-ছোলা ছোলাজল খেতে দেব। এখন লম্বা লম্বা পা ফেলে তো প্রস্থান করি—কি জানি কোন সমুদ্ধি এসে আবার হাঙ্গামা বাধায়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কৈলাস

[জয়া, বিজয়া,] মহামায়া ও কাত্যায়ন।

কাত্যায়ন। হে শঙ্করী, মহামায়া, দনুজ-দলনী!
শক্তিরূপা জননী বিশ্বের!
এর প্রতিকার তোমারে করিতে হবে

দুর্ব্বৃত্ত সে মহিষ অসুর,
শিব অংশে জন্ম তার পূর্ণ তমোগুণে।
অসুর জনক, জননী মহিষী—
হিতাহিত জ্ঞানবুদ্ধি কি হবে তাহার ?
কামরূপী মহাবল নানা মায়া ধরে,
অহঙ্কারে কাহারে না গণে।
তাহে প্রজাপতি দিয়াছেন বর—
দেব নর দানব রাক্ষস
কিম্বা অন্য যেবা হয়,
কোন পুরুষের করে
মৃত্যু কিম্বা পরাজয় না হবে তাহার।
ছিল পাতাল ঈশ্বর,
ধরামাঝে অধিকার করেছে বিস্তার।
পাপে মগ্ন দুষ্ট দুরাচার—
পরস্ব গ্রহণ, পরস্ত্রী হরণ,
তাপসের তপোভঙ্গ নিত্য কর্ম্ম তার।
শুন মাতা,—
ধ্যানে মগ্ন শিষ্য মোর ছিল তপোবনে,
নারকী সে পশিয়া সেথায়
মোহিনী নায়িকা রূপে
তপোভঙ্গ করিল তাহার।
ক্রোধভরে দিছি অভিশাপ—

বামাকরে তাহারে মরিতে হবে।
জগন্মাতঃ !
সৃষ্টি মাছে নারি কেহ নাই
হেন শক্তি ধরে,
তাহারে যে করিবে নিধন।
তোমারে প্রবুদ্ধ হতে হবে।
তুমি না জাগিলে,
মম বাক্য হইবে বিফল,
অমর সে রবে—
পাপভারে সৃষ্টি তব যাবে রসাতল।

মহামায়া। আমি তারে করিব নিধন ?
বৎস ! আমি যে জননী।
হায়রে সন্তান.!
জান নাকি জননীর ব্যাথা ?
কাঁদিলে সন্তান,
মা'র প্রাণ অমনি কাঁদিয়া ওঠে।
তার পায়ে অতি তুচ্ছ কণ্টক বিঁধিলে
মা'র প্রাণে বাজে শেল।
ধূলায় লুটায় শিশু,
মা মা বলি ডাকে, কাঁদে উভরায়—
হেন কি জননী আছে
তারে নাহি তুলে লয় কোলে ?

বৎস !
মাতা হ’য়ে আমি তারে কেমনে বধিব ?

কাত্যায়ন। তুমি মাতা জননী সবার।
এক শিশু তব
অন্য সবে চরণে দলিছে,
তুমি বিনা কে দেখিবে মাতা ?

মহামায়া। ভক্ত মম মহিষ অসুরে
প্রজাপতি নিজে বর করেছেন দান।
তুমি তারে দেছ অভিশাপ—
এবে মাতা হতে চাহ তুমি সন্তানের বধ !
এতো বড় উত্তম বিধান !

কাত্যায়ণ। হে জননী ! বিশ্বরূপা বিশ্বপ্রসবিনী !
এতো নহে নূতন বিধান।
কাল পূর্ণ হলে,
তব কর্ম্ম তুমিই করিবে,
যুগে যুগে করেছ যেমন।
যোগনিদ্রা মহামায়া কামাখ্যা-রূপিণী।
আপনি প্রবুদ্ধ করি মধু ও কৈটভে
দিয়াছিলে বলি
ধরিত্রীর কল্যাণের তরে।
অতীতে সে উগ্রচণ্ডা ভদ্রকালীরূপে
দুইবার মহিষেরে করেছ নিধন,

এবে তার তৃতীয় জনম—
বিস্মৃত হলে কি মাতা ?

পৃথিবী !— (নেপথ্যে গীত) ।

ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে গেল, আমার বুক—

মহামায়া । কে কাঁদিছে ? কে কাঁদিছে ?

(গাহিতে গাহিতে পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী । গীত ।

ভেঙ্গে গেল, ভেঙ্গে গেল আমার বুক !—
আমি বইতে নারি সইতে নারি পাঁজর ভাঙ্গা পরাণ ভরা দুঃখ ।
আমার সোনার মাঠে, সোনার হাটে ছিল সোনার রাশি,
আমার শ্যামল বুকে পাতার কুঁড়েয় ছিল কতই হাসি,
সাঁজ সকালে বাজত শঙ্খ আমার আঙ্গিনায়,
এখন উঠছে শুধু ব্যথার কন্না—শুধুই হায় হায়—
তারা সব লুঠে নেছে, আমার পানে চায়নি এতটুক ।
এখন কান্না শুনে হাসে তারা, শুধায় না কেউ ওমা তারা !
তাই কাঁদি আমি 'মা ! মা !' বলে হোসনে মা বিমুখ ।

মহামায়া । ভূতধাত্রী ধরিত্রী কল্যাণী !
কন্যা মোর !
সম্বর রোদন ।

কহ কি বেদনা ভারে—
প্রপীড়িতা হয়েছ সম্প্রতি ?

পৃথিবী। জননী গো ! বক্ষ মোর চূর্ণ হয়ে যায়
অসুরের দীপ্ত পদভরে
ভার আর বহিতে না পারি।
দুর্ম্মতি সে মহিষ অসুর
করে নিত্য শত অত্যাচার—
নিত্য পাপ, অনাচার গ্লানি
পশি প্রতি রোমকূপে মোর
অশেষ যাতনা দেয় মোরে।
যাহাদের পালনের তরে
তুমি মোরে করেছ সৃজন—
তারা মোর স্তন্য নাহি পায়,
অনাদরে ধূলায় লুটায়,—
অসুর কাড়িয়া লয় বক্ষ নিঙাড়িয়া।
দেবগণ অচেতন মোহ-নিদ্রা ঘোরে,
মত্ত সদা ভোগ-লালসায়,
মোর প্রতি ফিরে নাহি চায়।
পর্জ্জন্য করেনা মাতা বারি-বরিষণ,
প্রভাকর দগ্ধ করে কিরণ-সন্তাপে,
হিমকর হিম-কর করেনা প্রদান।
হের মাতা, শীর্ণা আমি, শস্যহীনা মলিনা দুঃখিনী।

গিয়াছিনু দেব-সভা মাঝে
অভিযোগ জানাতে আমার,
সবে মিলি পরিহাস করিল আমারে।
জননী গো! দুঃখিনী তনয়া
বড় দুঃখে আসিয়াছি তব পাদমূলে,—
দয়া কর, দয়া কর মোরে,—
দেবগণে করহে শাসন,
দৈত্যকুলে করহ দলন,
রক্ষা কর অসহায় শিশুগণে মোর।

মহামায়া। বৎসে! স্থির হও, ধৈর্য্য ধর,
ভারমুক্ত হবে অচিরে।
তোমারে দিয়াছি শক্তি সহিতে সকলি,
সর্ব্বংসহা নাম তব,—
কাতরতা তোমারে না সাজে।

কাত্যায়ন। দেখ্ মাতা, দেখ্—দেবগণ কদাচারী,
পাষণ্ড দানব—
দোঁহে মিলি বুঝি
সৃষ্টি তোর ধ্বংস করে দেয়।—
জেগে ওঠ্ জেগে ওঠ্ কুলকুণ্ডলিনী,
ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা,
ত্রিশূল-খড়্গ-ধারিণী ভয়ঙ্করী রুদ্রাণী।—
ত্রিনয়নে জ্বাল্ কালানল,

এলায়িত জটাজালে গর্জ্জুক বাসকী।
তোল্ মাতা ভৈরব হুঙ্কার,
উল্লাসে মরণ-সিন্ধু উঠুক উথলি,
মন্থনে তাহার উঠুক অমৃত-ধারা,
পান করি স্তন্যরূপে
সৃষ্টি তোর সঞ্জীবিত হোক।

(নেপথ্যে মৃদু গুঞ্জনে রোদন)

মহামায়া। কে করে রোদন ?
দূর হতে শ্রবণে পশিয়া
মর্ম্মভেদ করিল আমার !

(মহামায়ার আসন কম্পিত হইল)

একি ! আসন টলিল কেন ?
ভক্ত মোর কে কোথায় ডাকিছে আমারে
বিপদে পড়িয়া ? একি ! কন্যা শচী মোর
দানব-পীড়িতা !—
কাত্যায়ন ! কর ত্বরা পূজা আয়োজন,
ধ্যানযোগে নবরূপে
আবাহন করহ আমারে—
প্রবুদ্ধ হইব আমি।
রণরঙ্গে নাচিব আবার,—

[ধরণী হইবে স্নাতা রুধির-ধারায়
ডাকিনী যোগিনী শোণিত করিবে পান খর্পর ভরিয়া।
আয় জয়া. আয়রে বিজয়া,
আন্ মধু ভৃঙ্গার ভরিয়া,
পুলকে করিব আজি পান ।
আয় সবে কোথারে যোগিনীগণ,
আজি খেলা খেলিব নূতন।]
যারে কামকলা,
দেখ কোথা মহিষ অসুর.—
করে লয়ে পূর্ণ পাত্র মোহ মদিরার
অন্ধ কর নয়ন তাহার—
দিব তারে উত্তম নয়ন।
ভর করি তমিস্রার গাঢ় পক্ষপুটে
যাব আমি কালরাত্রি রূপে।
ভ্রুকুটী-কুটীল চক্ষে কটাক্ষ হানিয়া
বিদ্ধ করি মরম তাহার
আশাদীপ করিব নির্ব্বাণ।
কাল পূর্ণ হলে
পূর্ণজ্ঞান তারে আমি করিব প্রদান।
তমোগুণে জনম তাহার—
মোহ ঘোরে আচ্ছন্ন নয়ন,
মোহ তার করিব বিনাশ।

এসো প্রভঞ্জন!
বয়ে যাও মত্ত ঝঞ্ঝাবাতে
প্রকৃতির সুষুপ্তি ভাঙ্গায়ে।
হে পর্জ্জন্য! কর কর বারি-বরিষণ,
ভীমরবে করহ গর্জ্জন,—
আজি আমি আমোদে মাতিব।

(ঝড়, বৃষ্টি ও মেঘ গর্জ্জন)

নৃত্য কর্ ডাকিনী যোগিনী,
আসে ওই কল্পান্তের শোণিত উৎসব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১

প্রথম দৃশ্য—স্বর্গ

দেবরাজসভা—শূন্য সিংহাসনের চারিধারে দেবগণ সমাসীন, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে।

অপ্সরাগণ। গীত।

আজি দোলে, দোলে, দোলে—
মৃদুল হিল্লোলে আকুল হিয়া ঘন দোলে !
তাহে কঙ্কন কিঙ্কিনী কনক কটোরি ঘন বোলে।
অধরে ঝরে হেম বিজরী, নয়নে ঝরে ফুলবাণ,
বড় পিয়াসে মরি কি আশে কণ্ঠে জাগিয়া ওঠে গান !—
এ বাহু বল্লরী কাহারে বেড়িতে চায়, বিলাইতে চাহে পরাণ,—
আজি মরম কপাট বুঝি খোলে, খোলে, খোলে !

(অপ্সরাগণের প্রস্থান)

শনি। দেবরাজ কেন এখনও আসছেন না ?

যম। তিনি যে শচী দেবীকে নিয়ে মানস সরোবরে জলকেলী কর্ত্তে গেছেন ! এই এলেন বলে।

চন্দ্র। তাঁর আদেশ আছে, তিনি উপস্থিত না থাকলেও যেন আমাদের আমোদ-প্রমোদ বন্ধ না হয়।

বায়ু। নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদ তো হচ্ছে যথেষ্ট, সুধা পানও কর্চ্ছি প্রচুর, কিন্তু সবই যেন কি রকম বেয়াড়া ঠেকছে। বেশ জুতসই লাগছে না।

বরুণ। এর কারণ ?

বায়ু। কারণ, আমি যা দেখে এসেছি এবং শুনে এসেছি তাতে ভয়ে প্রাণ কাঁপছে।

বরুণ। তোমার ঐ এক রকম। চিরকাল ভয়কাতুরে— তোমাদ্বারা কোনকালে কিছু হ'লও না হবেও না। এমন কি নিশ্চিত হয়ে যে একটু সুধা পান করবে কি নৃত্য গীত উপভোগ করবে তাও যেন তোমার বরদাস্ত হয় না।

কুবের। ঠিক, ঠিক, বলেছ দাদা! উনি নিজে তো উপভোগ করবেনই না। উপরন্তু ভ্যান্ ভ্যান্ করে আর সকলের আমোদে ব্যাঘাত করবেন। নিজেও লিখবেন না, পরের ছেলেরও দোয়াত ভাঙ্গবেন।

শনি। ভয় ? কিসের ভয় ? কা'কে ভয় ? আমরা অমর দিব্যাস্ত্রধারী, আমরা আবার কাকে ভয় করব ?

সূর্য্য। শোন কেন ভায়া ? ওঁর ভয়! ওঁর কি মাথার ঠিক আছে ? একেবারে বায়ু সংখ্যায় উনপঞ্চাশ। মাথার ভিতর দাবানল জ্বলছে। ভয়! দেবতাদের আবার ভয়!

যম। ঠিক বলেছ মামা—দেবতাদের আবার ভয়!

বিশেষতঃ আমি যম থাকতে। আমার দণ্ড যার ঘাড়ে পড়বে, তাকে আর টু শব্দটী কর্ত্তে হবে না।

শনি আর আমি যদি একবার কট্‌মট্‌ করে তাকাই, তা হ'লে কি অবস্থা হয় সেটাও একবার বল।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবগণ।—

সকলে। এই যে দেবরাজ! আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক, বসতে আজ্ঞে হোক—

কুবের। মা ঠাকরুণকে কোথায় রেখে এলেন?

বরুণ। (জনান্তিকে বায়ুর প্রতি)—দেবরাজকে যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত দেখছি না?

বায়ু। সেই রকমই তো বোধ হচ্ছে।

শনি। এই নিন, একটু সুধা পান করুন।

ইন্দ্র। শোন শোন দেবতা মণ্ডল,—
নহে আর নৃত্য-গীত প্রমোদ উৎসব,
জলকেলী মন্দাকিনী বুকে—
সুধা-ভাণ্ড দূরে ফেলে দাও,
লও প্রহরণ,
সমরে যাইতে হবে।

শনি। (হাত হইতে সুধার পাত্র পড়িয়া গেল)—সমর! সমর কিরে বাবা? আমরা দেবতা, আমরা শুধু সুধা পান

করব। মানুষের পূজো খাব, আর অপ্সরাদের নিয়ে আমোদ করব। আমাদের আবার সমর কি ?

বরুণ। হে ত্রিদশনাথ! কহ প্রকাশিয়া
কার মনে বেধেছে সমর ?
হেন স্পর্দ্ধা কার ?
বজ্র বুকে ধরিতে কে চাহে ?
পাশ, দণ্ড, শক্তি, দিব্য ধনুঃ
আয়ুধ নিচয়
সমরে কে নাহি গণে ?
আছে কি হে হেন জন কেহ ?

ইন্দ্র। হে বরুণ! দেবগণ!
তোমা সবে ভালমতে জ্ঞান তার নাম!—
কামরূপী মহাবল মহিষ অসুর
শঙ্করের অংশে জন্ম মহিষী-জঠরে।—
মায়াবিদ্যা অতুল তাহার ;
তাহে উগ্র তপস্যায়
তুষ্ট করি বিরিঞ্চিরে লভিয়াছে বর—
অহঙ্কারে কাহারে না গণে।
মদমত্ত কামুক দুর্ম্মতি
শচীরে করেছে অপমান।—
দেবের গরিমা আজি ধূলায় লুটায়।
প্রতিফল দিতে হবে তারে।

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। দেবরাজ!

ইন্দ্র। একি! বৈশ্বানর! একি দশা তব?—
ক্ষীণ দেহ, ম্লান দৃষ্টি, কম্পিত চরণ,
রসনায় কথা নাহি সরে—
কি হয়েছে? রুগ্ন কিহে তুমি
কোন মহর্ষির অভিশাপে?
অথবা অভক্ষ্য কিছু করেছ ভোজন?

অগ্নি। হে দেবেন্দ্র! ক্ষুধায় কাতর আমি।
বলবান্ মহিষ অসুর
ধরামাঝে অধিকার করেছে বিস্তার,
ব্রাহ্মণ হইতে
দেবতার যজ্ঞ-ভাগ লয়েছে কাড়িয়া,—
নরলোক হ'তে বিন্দুমাত্র হবিঃ নাহি পাই—
বুঝি হয় লোপ অমরত্ব মোর।—
ত্বরায় করহ প্রতিকার।

ইন্দ্র। হের দেবগণ,
কি দশায় ফেলিয়াছে দেব বৈশ্বানরে।

শনি। অগ্নিদেব, একটু সুধা পান করুন, এখনি সুস্থ হবেন।

কুবের। দফা সার্লে রে বাবা! ধনরত্ন সব কেড়ে নেবে।

বরুণ। গরীবের এক ফোঁটা জল, তাও বুঝি এক চুমুকে শুষে
নেয়। শেষটা কি তেষ্টায় মর্ত্তে হবে?

শনি। আমার ভয়, চোখ দুটো না উপড়ে নেয়।]

বরুণ। হে ত্রিদশপতি !
আছে প্রচলিত রীতি বীরেন্দ্র-সমাজে—
আহবের আগে
দূত পাঠাইতে হয় শত্রুর নিকটে।
এখনি পাঠাও দূত আদেশ জানায়ে,
মা বলিয়া শচীদেবী পাশে
মাগিতে মার্জ্জনা,
পায়ে তাঁর শরণ লইতে,
দেবতার অধিকার দিতে ফিরাইয়া।

বায়ু। তাই কর। কিন্তু
সাধারণ দেবদূত পশিতে নারিবে
মায়ায় আবদ্ধ-দ্বার অসুরের পুরে।
[হেন জনে করহ প্রেরণ
আসুরিক মায়া ভেদ করিতে যে পারে।

শনি। বেশ কথা খাসা কথা, চমৎকার কথা। এখন এই অবকাশে একটু সুধা পান করে নিন।

ইন্দ্র। সুধা ? না, না, যাবৎ না হয় প্রতিকার,
সুধা পান না করিব আর।

শনি। (স্বগত)—মরণ-বুদ্ধি হয়েছে কিনা।

ইন্দ্র। শনৈশ্চর ! যাও তুমি মহিষের পুরে—
জানাইবে আদেশ আমার,

অবিলম্বে আসি
লইতে শরণ শচীর চরণে,
দেবতার যজ্ঞ-ভাগ দিতে ফিরাইয়া।
কহিও তাহারে—
অবহেলা করে যদি আদেশ আমার,
অশেষ দুর্গতি হবে তার।

শনি। আমি—আমি—

ইন্দ্র। হ্যাঁ তুমি। যাও মনোরথে,
অবিলম্বে আসিবে ফিরিয়া।

শনি। হায় হায়! দফাটা সার্লে এইবার। এক ফোঁটা সুধা পান কর্ত্তে এসে কি ফ্যাসাদেই পড়লুম গা! সে হ'ল মোষ, সে কি আর দেবতার খাতির রাখে? গুঁতোর চোটে বাবা বলিয়ে ছেড়ে দেবে।

ইন্দ্র। বিলম্ব কি হেতু শনৈশ্চর?
যাও ত্বরা।

শনি। (ঢোক গিলিতে গিলিতে)—আজ্ঞে এই যাই—আজ্ঞে এই চল্লুম—আজ্ঞে যাচ্ছি—

(প্রস্থান)

কুবের। দেবরাজ, অনুমতি হয় তো বলি। এই যুদ্ধে যাবার আগে একটু সুধা পান কর্লে কিছু দোষ হ'ত না। তাতে বরং বল বাড়তো। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে কিরূপ শক্তির প্রয়োজন তা তো আপনার জানা আছে।

সূর্য্য। কথাটা ঠিক্। আর আপনি পান না কল্লে, আমরা তো কেউ পান কর্ত্তে পারি না।

চন্দ্র। ঠিক ঠিক। দেবরাজ, আপনি পান না করেন অন্ততঃ একটু গণ্ডুষ করুন।

ইন্দ্র। তবে দাও। (সুধা পান করিতে উদ্যত হইল—

শচীর প্রবেশ)

শচী। নাথ।—একি !

করিতেছ সুধাপান পরম কৌতুকে !—

দেবগণ নির্নিমেষ রয়েছে চাহিয়া !

আসন্ন সমর,

নাহি তার কোন আয়োজন।

কুবের। আজ্ঞে আপনি চট্‌বেন না।

শচী। স্তব্ধ হও !

ইন্দ্র। দেবেন্দ্রাণী !—

শচী। কোন কথা শুনিতে না চাই।

পুরুষ যেথায়,

নারীর লাঞ্ছনা হেরি, ধৈরয ধরিয়া

মত্ত হয় প্রমোদ পুলকে,

কিম্বা শৃগালের মত লুকাইয়া মুখ

অন্ধকারে করয়ে মন্ত্রণা,

ধ্বংস—ধ্বংস তথা ললাট-লিখন।

রমণীর রক্ষক পুরুষ—
অপমান তার
যে পুরুষ সহিবারে পারে,
বহ্নি সম দহে না অন্তর
নারীর অধম সেই—
ধিক্ তার জীবন ধারণে।

ইন্দ্র। শোন প্রিয়ে,—ধৈর্য্য ধর—

শচী। কি শুনিব ?
কিছু মোর বলিবার শুনিবার নাই।
ত্রিদিব ঈশ্বর !
অম্লান বদনে কহিতেছ "ধৈর্য্য ধর !"
হায় নাথ ! দেবতার অধিপতি তুমি,
শৌর্য্য তব বিদিত ভূবনে—
বুঝিতে না পারি
এ হেন পতন তব কেমনে ঘটিল।

বায়ু। শোন মাতা,
দেবেন্দ্রের কিছু দোষ নাই।
তব অপমান
তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সম
দংশন করেছে দেবগণে।
বাসব অধীর
কিন্তু মাতা, বীর তিনি,

বীর-রীতি অবশ্য পালিতে হবে।
তাই তিনি উপদেশে আমা সবাকার,
দূতরূপে দানব-সকাশে
পাঠাইয়াছেন শনৈশ্চরে।
অবিলম্বে যদি সে দুর্ম্মতি
তব পদে না মাগে শরণ,
দেবতার যজ্ঞ-ভাগ না দেয় ফিরায়ে,
সবে মিলি ধ্বংস তারে করিব অচিরে।

শচী। ভাল—হে পবন!
ভাল করিয়াছ—দূত পাঠায়েছ।
কিন্তু জান কিহে—
সে যবে আমার
পথরোধ করেছিল মানসের তীরে,
একাকিনী পেয়ে
কুকথা কহিয়াছিল,
দিয়াছিল মরমে বেদনা—
কোন দূত পাঠায় নি আগে।
তোমা সবে বীর-রীতি ভাল শিখিয়াছ—
তাই যবে
নারকী লাঞ্ছনা করে জননী জায়ারে,
তোমা সবে বীর-রীতি মানি
দূত পাঠাইয়া কর বীর আচরণ!

ভাল, তাই হোক।
দেবগণ যদি কাপুরুষ,
বীরশূন্যা যদি বসুন্ধরা,
রমণী রক্ষিবে আজি আপনার মান।
মাতা মোর মহেশ্বরী সতী-কুলরাণী,
আমি কন্যা তাঁর—
তবে আর ডরিব কাহারে?
কার লাগি অপেক্ষা করিব?
রমণীর কোমলতা করি পরিহার,
করে লয়ে ভীম করবাল
এলাইয়া দিব বেণী রুক্ষ জটাভারে;
রুধিরলোলুপা ডাকিনীর মত
আপনি নাচিব আমি সমর-প্রাঙ্গণে
যাই আমি,—তোমা সবে করহ মন্ত্রণা

ইন্দ্র। না না, মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।
দেবগণ! ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি।
লও সবে নিজ নিজ প্রহরণ করে,
রণসজ্জা করহ সত্বর
বজ্রনাদে উঠহ গর্জ্জিয়া,
দেবতেজে ভস্মীভূত করহ দানবে।

সকলে। জয় স্বর্গাধিপ দেবেন্দ্রের জয়।
জয় দেবরাণী শচী মাতার জয়!

১।৪ দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুর—উদ্যান

মহিষাসুর ও কুট্টুসের প্রবেশ।

মহিষাসুর। সত্য কহিতেছ ?
সে রমণী দেবেন্দ্র-মহিষী ?

কুট্টুস। মহারাজ, এ একেবারে নির্য্যাস খাঁটি সত্য কথা—আদি ও অকৃত্রিম—এতে কিছুমাত্র ভেজাল নাই।

মহিষাসুর। আশ্চর্য্য !

কুট্টুস। কেন মহারাজ ? এই দীনহীন অর্ব্বাচীনের কথা কি মহারাজের বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমি কি মহারাজের পর ?

মহিষাসুর। না না, তা নয়। তবে—আচ্ছা বল দেখি স্বর্গটা কেমন দেখলে ?

কুট্টুস। হেঁ হেঁ—মহারাজ, স্বর্গ—সে যে কি দেখলেম, তা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না। সেখানে গেলেই প্রাণের ভিতর যে রকম কাইকুতু লাগতে থাকে, তাতে ভাল করে বড় একটা কিছু ঠাহর কর্ত্তে দেয় না। কাণের ভিতর যেন পায়রার পালক ঢুকতে থাকে—মনে হয়—

গান গাই কিম্বা নাচি,
কাশি কিম্বা হাঁচি,

আর সেখানে সব ঝাঁক ঝাঁক বুঁচি এবং পাঁচী। দেখে ইচ্ছা হয়—কি যে ইচ্ছা হয় মহারাজ, তা ঠিক বোঝা যায় না। মহারাজ, আপনি অদ্বিতীয় বীরপুরুষ—আপনার ন্যায় প্রকাণ্ড কাণ্ডজ্ঞানহীন তিন লোকে আর কে আছে? আপনি থাকতে সেই ব্যাটা টিকটিকির ডিম বাকস কিনা স্বর্গরাজ্য ভোগ কর্চ্ছে! মহারাজ এতে আর মান থাকে না। গরীবের কথা শুনুন মহারাজ, ঝাঁ করে স্বর্গরাজ্যটা দখল করে ফেলুন। এবিষয়ে আর তিলমাত্র কণ্ঠাগত করবেন না।

মহিষাসুর। সত্য কহিয়াছ—
এই লও পুরস্কার।
যাও এবে লভগে বিশ্রাম।

(কুট্টুসের প্রস্থান)

শচী—শচী—
নাহি জানি কোন সূত্র
কোথা হতে কোথায় টানিয়া লয়ে যায়!
ভাল, তাই হোক।

(চিক্ষুরের প্রবেশ)

কি সংবাদ সেনাপতি?

চিক্ষুর। দানবেন্দ্র!
অনুমান অভ্রান্ত তোমার—
সে রমণী দেবেন্দ্র-মহিষী।

এসেছিল দূত এক ত্রিদিব হইতে
বাসবের বারতা লইয়ে—
শুনি তার কথা হাসি উপজিল।
বাতুলের প্রলাপ সে,
তোমারে কি জানাইব আর ?
ফিরায়ে দিয়েছি তারে আদেশ জানায়ে
রণসজ্জা করিতে সত্বর।

মহিষাসুর। হে চিক্ষুর !
কর ত্বরা বিহিত যে হয়।
রূপবহ্নি তার
দিবানিশি দহিতেছে অন্তর আমার।
তাহে পিতৃবৈরী বাসব দুর্ম্মতি
বীর-রীতি করিয়া লঙ্ঘন,
অলক্ষ্যে করিয়া বজ্রাঘাত,
ভীরু সম গেল পলাইয়ে --
প্রতিফল দিতে হবে তারে।
রসাতল মম অধিকার,
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা পদতলে মোর
এবে বীর্য-শুল্কে কিনিব ত্রিদিব।
যাও সেনাপতি,
অবিলম্বে কর আয়োজন।

চিক্ষুর। যথা আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহিষাসুর। ও কে আসে ? সেই—সেই—সেই—
কোথা হতে আসে, পুনঃ কোথা চলে যায়—
কিছুই বুঝিতে নারি।
মরি মরি !
ইচ্ছা হয় পান করি ও রূপ-মদিরা
দিবস শর্ব্বরী—কিন্তু হায় !
কোনমতে ধরা নাহি দেয়।

(সুরাপাত্র লইয়া নৃত্য করিতে করিতে কামকলার প্রবেশ)

হে সুন্দরী ! ছলনায় ভুলিব না আর।
বল কেবা তুমি ? আস কোথা হ'তে,
পুনঃ কোথা মিলাইয়া যাও ?
নয়নে মদিরা ঢালি,
নূপুর-সিঞ্চিত অরুণিত চঞ্চল চরণে
জাগায়ে লালসা,
সুরসাল পক্ক বিম্বাধরে
তুলে দিয়ে তৃষার তুফান,
লাবণ্য লতিকা সম মৃদুল হিল্লোলে
হানি পঞ্চবাণ—
কেন বল ধরা নাহি দাও ?
রে চপলে ! আজি তোরে ধরিব নিশ্চয়—
দেখি আজি কেমনে পালাও !

কামকলা।　　　　　গীত।

আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা,—আমি অচেনা—
আমি রূপের সায়রে সোনার কমল মধু যামিনীর জ্যোছনা।
অমি এসেছি তোমার ঘরে, এনেছি তোমার তরে
এ পুলক মধু পান কর বঁধু! মিটিবে পিপাসা বাসনা।—
কর পান, কর পান, বঁধু! সুখের সাগরে ভাসনা॥

(মহিষাসুর সুরা পান করিয়া বিহ্বল হইল—কামকলার প্রস্থান)

মহিষাসুর। হে চারুহাসিনী—
বহ্নিশিখা সম একি তীব্র সুরা করাইলে পান,
দহিল যে অন্তর আমার।
কোথা তুমি?
এসো, কাছে এসো,
সুধামাখা পরশে তোমার
জুড়াও হে জ্বালা!
কৈ? কোথা তুমি?—
ওকি! ওকি!
ওই দূরে উথলিছে কামনা-সাগর,
ওঠে পড়ে সুখের লহর,
সোনার স্বপন কত
বয়ে যায় মলয়-হিল্লোলে।

তীরে তার সাজাইয়া আশার তরণী,
বিছাইয়া কুসুম শয়ান,
রঙ্গীণ নেশার পাল দেছ উড়াইয়া !—
হাল ধরি ব'সি আছ মম প্রতীক্ষায় !
কি কহিছ নয়ন-ইঙ্গিতে ?
বয়ে যায় সুখের জোয়ার ?
যাই প্রিয়ে ! যাই, মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।

(গমনোদ্যোগ—সম্মুখে কালরাত্রিরূপিণী মহামায়ার প্রবেশ)

মহিষাসুর। কে তুমি ? কে তুমি ?
লোলচর্ম্মা, শুভ্রকেশা, বিকট দশনা,
ভীষণা, কুরূপা,
নয়নের পীড়া দিতে এলে কোথা হ'তে ?
শিথিল চরণে বল কোথা চলিয়াছ ?
কার কাছে ? কিবা প্রয়োজন ?

মহামায়া। কেবা আমি ? হাঃ হাঃ হাঃ ! কেবা আমি ?
হে বীরকেশরী !
আজি তুমি চেন না আমারে,
কিন্তু আসিবে সে দিন
যখন চিনিতে হবে।
আমি কালরাত্রি, মহাকাল-সহচরী,

ঘন কৃষ্ণ ছায়া বিস্তারিয়া,
ফিরিতেছি পশ্চাতে তোমার।
যত তুমি মজিতেছ মদ-মোহ ঘোরে—
তত আমি এই
বিশীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া মুষ্টিবদ্ধ করি,
চাপিতেছি কণ্ঠদেশ তোর।
আরে মূঢ়! জান না কি—
ধীরে ধীরে কাল বয়ে যায়,
তিল তিল করি বল টুটে আসে,
ছুটে যায় আশার স্বপন—
ধীরে ধীরে আমি
বদন ব্যাদান করি গ্রাসি জীবগণে,
চর্ব্বণ করিয়া এই গলিত দশনে
তুলে দেই কালের কবলে?

মহিষাসুর। যাও দূরে কুহকিনী—এসোনা সম্মুখে,
প্রলাপ তোমার শুনিতে না চাই।
দূর হও, দূর হও
কদাকার মূরতি লইয়ে।

মহামায়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

(মহামায়ার প্রস্থান—অন্যদিকে মহিষাসুরের প্রস্থান)

(চিক্ষুর ও দৈত্য-প্রধানগণের প্রবেশ)

চিক্ষুর। বীরেন্দ্র-মণ্ডলী !
চারিধারে সুসজ্জিত দৈত্য অনিকিনী ;
আসন্ন সমর আজি
চিরবৈরী দেবগণ সনে।
কর সবে সুরাপান পরম উল্লাসে.
রণরঙ্গে হও মাতোয়ারা,
মর কিম্বা মার,
কর স্নান শত্রুর শোণিতে—
জয়-মাল্য পরহ গলায়।
কামধেনু, মন্দাকিনী, নন্দন-কানন,
অফুরন্ত সুধাভাণ্ড, স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বহুদিন ভুঞ্জিয়াছে দুষ্ট দেবগণ—
এবে তাহা ভোগ্য হবে তোমা সবাকার।
তিন লোকে পুরুষ-উত্তম
মহারাজ মহিষ—অসুর—
রাখিও স্মরণ
তোমরা আপন জন তাঁর।
দুরাত্মা বাসব
বহুবার পরাজিত অসুরের রণে
নির্লজ্জের লজ্জা কোথা তবু ?

উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হবে তারে।
বল সবে উচ্চকণ্ঠে গগন বিদারি—
কাঁপিয়া উঠুক স্বর্গপুরী—
বল—"মহারাজ মহিষাসুরের জয়!"

সকলে। জয় মহারাজ মহিষাসুরের জয়!

(সকলের প্রস্থান)

(ঘুরিতে ঘুরিতে শনির প্রবেশ)

শনি। তাই তো বাবা, এ ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে কোথায় এসে পড়লুম? বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না যে। বাপ! এমন বিকট চীৎকার আর ধমক ধামকেও কোন ভদ্রলোকের মাথা না ঘুরে থাকতে পারে? এ ঘুর্ণন যে থামলে বাঁচি। এখন এ গোলকধাঁধা থেকে বেরুই বা কি করে? পথটা এই দিকেই যেন বোধ হচ্ছে না? যাই দেখি—

(কুট্রুসের প্রবেশ)

কুট্রুস। (নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)—মশাই, নমস্কার।

শনি। কে বাবা তুমি? আমি চোখে বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না।

কুট্রুস। তা অবস্থায় পড়লে এমন অনেক লোকের হয়। এখন বলুন দেখি, মহাশয়ের পেটের ভিতর কি একটা ঘুরঘুরে পোকা ঢুকে গেছে, যে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছেন?

শনি। ঘুরপাক খাচ্ছি? কৈ না। আমি তো সুতো কাটছি।

কুট্রুস । তোমার বাবার মাথা কাটছ ।

শনি । তা হবে, তোমার বাবার মাথাই কাটছি ।

কুট্রুস । আচ্ছা, না হয় স্বীকার কর্‌লুম স্থতোই কাটছ । তা স্থতো কাটতেই যদি সারাদিন গেল, তো কাপড় বুনবে কখন ?

শনি । কাপড় বোনা বুঝি আর এ যাত্রা হয় না । ঠোক্কর খেয়ে মাকু আমার খারাপ হয়ে গেছে, টানার ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছে না । এখন এখান থেকে বেরুবায় পথটা আমায় বলে দিতে পার ?

কুট্রুস । পারি—যদি তুমি আমায় একটা মৎলব বাৎলে দাও ।

শনি । কিসের মৎলব বাবা ?

কুট্রুস । মৎলব আর কিছু নয়, এই তোমাদের দেশের অপ্সরা মাগীদের সঙ্গে প্রেম কর্ত্তে হয় কি করে ? আর কিঞ্চিৎ সুধা আমার বিশেষ প্রয়োজন, কেমন করে পাওয়া যায় বল তো ।

শনি । তার আর ভাবনা কি ? তুমি আমায় পথটা দেখিয়ে দাও, আমি তোমায় উপায় বলে দিচ্ছি ।

কুট্রুস । না বাবা, আমাকে তেমন গো-গ্রাস পাও নি । আগে বল উপায়টা কি—তারপর—

শনি । সে একটা মন্তর, আর ঠাস্‌ করে গালে এক চড়—

কুট্রুস । এই ! ঠাস্‌ করে একটা মন্তর, আর চড়ে এক গাল ?

শনি । চল তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে দি'গে ।

কটুস। চল চল। আহা, তুমি বড় ভাল লোক গো!

শনি। (স্বগত)—ওরে বেটা ছুঁচো, তুমি অপ্সরাদের সঙ্গে প্রেম করবে? চল তোমায় সাপের পা দেখাচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

১১৫

তৃতীয় দৃশ্য

সমর-ক্ষেত্র

রণক্ষেত্রে বহু রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। নেপথ্যে মহা কোলাহল—শঙ্খ ও দামামা ধ্বনি। নেপথ্যে বহু কণ্ঠে—জয় ত্রিদিব পতি মহিষাসুরের জয়।
জয় ত্রিলোকপতি মহিষাসুরের জয়!
(মহিষাসুর ও দানবগণের প্রবেশ)

মহিষাসুর। হে দানবগণ! দেবগণ পরাজিত পলায়িত; তোমরা যাও, তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর, যাকে পাও বন্দী কর। স্বর্গে অনন্ত সুখ, সে সুখ আজ তোমাদের। স্বর্গ-সুখের প্রধান উপকরণ দেবকামিনী ও দেবকন্যাগণ—তাদের রূপের তুলনা নাই। শুনেছি তারা চিরযৌবনা। এখন তারা দানব ভোগ্যা হবে। যাও, স্বর্গদ্বার রুদ্ধ

করে দাও,তাদের আবদ্ধ কর ।—দেখো যেন না পালাতে পারে। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য-গীত-মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়া,—তাদেরও আবদ্ধ কর। যাও সকলে, আনন্দ কর আনন্দ কর।

সকলে। জয় ত্রিদিবপতি মহিষাসুরের জয় !
জয় ত্রিলোকপতি মহিষাসুরের জয় !

(মহিষাসুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মহিষাসুর। এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম—
সফল হইল মম
বল, বীর্য্য, সমর-কৌশল।
এবে আমি ত্রিদিব-ঈশ্বর।
অঙ্কলক্ষ্মী এইবার করিতে শচীরে
কিবা বাধা আর ?

(প্রস্থানোদ্যোগ—নেপথ্যে গীতধ্বনি)

বিজয়া—(নেপথ্যে)— গীত।

ও কে কাঁদেরে সুধাসিন্ধুর তীরে বসি ?—

মহিষাসুর। ওকি ? গান না কান্না ? এমন আনন্দের দিনে কে কাঁদছে ? কোন পতিহারা দেবী বোধ হয়। এই যে এই দিকেই আসছে।

(গাহিতে গাহিতে বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। গীত।

ও কে কাঁদেরে সুধাসিন্ধুর তীরে বসি ?
কার বুক ফেটে যায়, বারি কে চায় পিয়াসী ?
"আলো ! আলো ! আলো !" ফুকারে কে রে
স্বপন-ঘোরে মোহ বিকারে ?—
দেখ্ রূপের ছটায় দিক উজলিল, মলিন হল রবিশশি।
ওরে কাঁদিস্ না, ওরে মজিস না, ওরে মরিস না,—
ভুলে ভুলে তোর দিন কেটে গেল, আর যেন ভুল করিস না—
এবার তুই দিন কিনে নে, রণ জিনে নে,পান কর সুধা গরলনাশী

মহিষাসুর। (স্বগতঃ)—না না, এতো দেবী নয়। দেবীর রূপ এতে কোথায় ? (প্রকাশ্যে)—তুমি কে ? কি বলছ ?

বিজয়া। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ওই দেখ।

(বিজয়ার প্রস্থান – নির্দ্দিষ্ট স্থানে মহামায়ার আবির্ভাব)

মহিষাসুর। কে তুমি ? কে তুমি ? তুমি কি জননী ?
প্রাণ মোর কহিতেছে জগন্মাতা তুমি।
মা ! প্রণাম চরণে ।

মহামায়া। রে মহিষাসুর !
আরে আরে নারকী সন্তান !
জয়গর্ব্বে মত্ত হইয়াছ ?

মহিষাসুর। কেন মাতা,
অপরাধ করেছি কি কিছু ?

বীর আমি,—
রুদ্র-তেজঃ অন্তরে আমার,
তাহে বলীয়ান মার নাম বলে !
বাহুবলে জিনেছি ধরণী,
বাহুবলে জিনেছি ত্রিদিব,
করিয়াছি বীর-আচরণ—
দোষ এতে কিবা ?

মহামায়া । দোষ কিবা ? জান নাকি—
তুলিয়াছ বিশ্বজুড়ি রোদনের রোল,
দুর্ব্বল সন্তানগণে
চলিয়াছ চরণে দলিয়া,
শোণিতে তাদের
হস্তপদ করেছ রঞ্জিত,
নারীরূপে মোরে
জর্জ্জরিত করিয়াছ শত লাঞ্জনায়—
কন্যা শচী মোর—
করিয়াছ তার অপমান,
আশ তব মিটে নাই তবু !—
পাপ-কামনার বশে
স্বর্গে পশিয়াছ—
ভাবিয়াছ এত পাপ যাইবে বিফলে ?
আরে মূঢ় ! জয় তোর কোথা ?

মহিষাসুর। জয় মোর কোথা ? নহে জয় ?
তিনলোকে একচ্ছত্র অধীশ্বর আমি,
পরাজিত নারায়ণ, ব্রহ্মা, পুরন্দর,
পরাজিত আপনি শঙ্কর—
জয় নহে ?—

মহামায়া। অবোধ সন্তান ! নহে জয়,—
নিজ হস্তে ধ্বংস-বীজ করেছ বপন।
নাহি জান মরুভূমে মরীচিকা হেরি
ছুটিতেছ দূর হ'তে কোন দূরান্তরে—
শেষ কোথা তার ? কবে শুনিয়াছ—
বর্ষাবারি-পাতে মিটে মরুর পিয়াসা
বহ্নি-শিখা ইন্ধনে নিবৃত্ত হয় ?
হায় পথভ্রান্ত শিশু !
ওতো নহে রজতের রেখা,
ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী শীতল সলিলা,—
ওযে, সিন্ধু লবণাক্ত ছুটিয়াছে
ভৈরব গর্জ্জনে, প্রলয় নর্ত্তনে।
হোথা তোর তৃষা না মিটিবে।
সাবধান, এখনও সময় আছে—
ফিরে আয়, ফিরে আয় ঘরে।
এই বক্ষে
পূর্ণ করি রাখিয়াছি অমৃত-পয়োধি—

স্নান কর্, পান কর্, তৃপ্ত হ—
নহে কলুষের হিমাচল ভারে
ধ্বংস হয়ে যাবি,
ধূলিকণা ধূলায় মিশাবি।

মহিষাসুর। মা—মা—

(পশ্চাতে কামকলার প্রবেশ—কামকলা মহিষাসুরের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল—মহিষাসুর মহামায়াকে পশ্চাৎ করিয়া কামকলার দিকে ফিরিল—মহামায়ার তিরোভাব—মহিষাসুর নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তস্বরে "মা ! মা !" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল—কামকলার প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গ—মহিষাসুরের সভা

মহিষাসুর, চিক্ষুর ও দৈত্যপ্রধানগণ সমাসীন।
কামকলা নৃত্য করিতেছে, তাহার সঙ্গিনী সুরাপাত্র
লইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে। (সোল্লাসে)—চমৎকার! চমৎকার!

(নৃত্য শেষ হইল)

১ম সভাসদ্। আশ্চর্য্য! অতীব আশ্চর্য্য!

কুট্টুস। আ হা হা! রূপ দেখে মূর্চ্ছা যেতে ইচ্ছে করে।

(কামকলা মহিষাসুরের নিকট যাইয়া ইঙ্গিতে তাহাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিল—সে উহা স্পর্শ করিল না)

কামকলা দানবেন্দ্র! রাজরাজেশ্বর!
নিজ বাহুবলে
পরাজিয়া দেবগণে জিনেছ ত্রিদিব।
ত্রিলোকের অধীশ্বর তুমি—
আজি তব বিজয় উৎসব।
কেন তবে হেরি আজি তোমারে বিমনা?
সুরাপাত্র অনাদরে রহিয়াছে পড়ে,

ভূমিতে লুটায় তব পারিজাত-মালা,
অবিন্যস্ত বসন ভূষণ,
আঁখিকোণে কালিমার রেখা—
কি হয়েছে ? কিসের অভাব তব ?
কিবা চিন্তা যার লাগি হয়েছ কাতর ?

মহিষাসুর। কাতর ? কাতর ? কৈ, ন !

কামকলা। হে রাজন্ !
আমি তব সুখদাত্রী ভাগ্যবিধায়িনী—
মোর সনে কেন এ ছলনা ?
স্বর্গধাম সুখের আগার,
দুশ্চিন্তার স্থান নাহি হেথা।
স্বর্গে পশি কেন চিন্তাকুল ?
অন্তরের কোণে
লুকান বাসনা কিছু আছে ?
মরমের গোপন মন্দিরে
প্রণয়ের স্বর্ণপাদপীঠে
ভুবন ভুলান কোন দেবীর প্রতিমা
বড় সাধে করেছ স্থাপন ?

মহিষাসুর। করিয়াছি।
ক্ষণে ক্ষণে
জাগ্রত স্বপন সম দেখি তার ছবি,
দেখিতে দেখিতে আকাশে মিলায়ে যায়।

কভু হেরি বিভীষিকা,
পরাণ কাঁপিয়া ওঠে ত্রাসে।
রণস্থলে দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন—
মনে হল যেন
হেরিলাম মাতৃমূর্ত্তি অতি অপরূপ—
সে রূপ বর্ণিতে নাহি পারি।
বহু তিরস্কার করিলেন মাতা—
নাহি জানি কিবা পরিণাম।

কামকলা। পরিণাম?
পরিণাম বিজয় তোমার।
চাহ যদি অঙ্কলক্ষ্মী করিতে তাহারে,
আমি দিতে পারি।

মহিষাসুর। পার? দিতে পার?
না না, কে কহিছে অন্তর হইতে,
ভীষণ প্রপাত ওই সম্মুখে তোমার,—
তরী তব ধ্বংশ হয়ে যাবে।

কামকলা। মহারাজ! ও সকল কল্পনা তোমার—
নিশার স্বপন সম অলীক নিষ্ফল।
ধর মম উপদেশ,
বৃথা চিন্তা কর পরিহার।
হের এই স্নেহপাত্র পরিপূর্ণ করি;
আনিয়াছি সুরা—ধর, পান কর।

মহিষাসুর। দাও, দাও—
না না, ওর মাঝে আছে হলাহল।

কামকলা। নহে হলাহল,—
সুরা এই মৃত-সঞ্জীবনী।
সুরসাল দ্রাক্ষাফল কামনাকুঞ্জের,
আপনি চয়ন করি রস নিঙাড়িয়া
পান-পাত্র পূর্ণ করি এনেছি আসব,—
তব তরে—মহারাজ, তব তরে।
আকণ্ঠ পূরিয়া কর পান—
চিন্তা দূর হবে,
ঘুচে যাবে যত মলিনতা,
নয়নে ফুটিবে নব পুলক আলোক,
পূর্ণ হবে প্রাণের কামনা।

মহিষাসুর। তবে দাও সুরা, পান করি—
যা হবার হবে।

(মহিষাসুর সুরা পান করিল—কামকলা ও সঙ্গিনীর প্রস্থান)

১ম সভাসদ্। নাহি জানি কেবা এই নারী—
কোথা হ'তে আসে, কোথা যায়।

কুট্টুস। আরে ভাই, স্বর্গের দস্তরই এই রকম। একি তোমার পাতাল যে আসবে ঝাঁটা নিয়ে, আর যাবে তোমার চুলের ঝুঁটী ধরে?

মহিষাসুর। সত্য কহিয়াছে—
সুরা এই মৃত-সঞ্জীবনী,—
তুচ্ছ এর কাছে স্বরগের সুধা।
কিবা চিন্তা? কিসের উদ্বেগ?
আমি ত্রিভুবনপতি মহিষ-অসুর—
কিসের অভাব মোর?
বাসনা আমার
অপূর্ণ কি হেতু রবে?
চিক্ষুর!

চিক্ষুর। মহারাজ!

মহিষাসুর। কোথা মোর শচীরাণী, প্রাণের কামনা?

চিক্ষুর। ত্রিলোক-ঈশ্বর!
চারিধারে তাহার সন্ধানে
প্রেরিয়াছি সুচতুর গুপ্তচরগণে।
নিজে আমি খুঁজিয়াছি কত, কিন্তু
কোন ঠাঁই মিলিল না উদ্দেশ তাহার।

মহিষাসুর। অতি অকর্ম্মণ্য তুমি,
কোন কার্য্য তোমা হতে হয়না সাধন।

চিক্ষুর। মহারাজ!
ধৈর্য্য ধর কিছুকাল আরো,
পুনঃ দেখি সন্ধান করিয়া।

মহিষাসুর । না, না, না,—
আর আমি অপেক্ষা করিতে নারি ।
বিহনে তাহার
বিফল হইল মম ত্রিদিব বিজয় ।
তৃষা না মিটিল,
সে উজল রূপের আভায়
দীপ্ত হইল না মম মানস-কন্দর—
তারে বিনা জীবন বিফল ।
স্বর্গে পশি বিন্দুমাত্র সুখ নাই পাই,
তিক্ত মোর লাগিতেছে
অমরার ঐশ্বর্য্য সকল ।

চিক্ষুর । মহারাজ ! আজি তব বিজয়-উৎসব ।
মাতিয়াছে দৈত্যগণ আমোদ প্রমোদে,—
তুমি না রহিলে,
আশা ভঙ্গ হইবে সবার ।
আজিকে মার্জ্জনা কর ।

মহিষাসুর । ভাল, তাই হোক ।
এসো তবে,
পূর্ণ কর সুরাপাত্র, কর সবে পান ।
উর্ব্বশী মেনকা আদি ত্রিদিব সুন্দরী
সবাকারে করহ আহ্বান— (১ম সভাসদের প্রস্থান)
নৃত্যগীতে বয়ে যাক পুলক-হিল্লোল ।

না , না —

সকলে। জয় মহারাজ মহিষাসুরের জয় !

(অপ্সরাগণ সহ ১ম সভাসদের পুনঃ প্রবেশ)

১ম সভাসদ্। মহারাজ, অপ্সরারা আসতে চায়নি, আমি তাদের জোর করে নিয়ে এসেছি।

মহিষাসুর। উত্তম করেছ !—(অপ্সরাগণের প্রতি)—তোমরা সব নাচ, গাও, আমাদের আনন্দ দান কর। কি, শির নত করে রইলে যে ?

উর্ব্বশী। মহারাজ ! আমরা ক্লান্ত, বিশ্রামপ্রার্থিনী।

মহিষাসুর। ক্লান্ত !

১ম সভাসদ্। কেন বাবা, দেবতার বেলা তো ক্লান্ত হ'তে না ?

কুট্‌স। ও সব বাজে বায়নাক্কা মোটে চলছে না চাঁদ, এ বড় কঠিন ঠাঁই।

মেনকা। মহারাজ ! আমাদের মার্জ্জনা করুন, আমরা অক্ষম।

মহিষাসুর। অক্ষম ? আচ্ছা দেখছি। কে আছ বেত নিয়ে এস।

উর্ব্বশী। মহারাজ, ক্রুদ্ধ হবেন না। স্থির হোন, আমরা গাইছি।

অপ্সরাগণ। গীত।

মরমে গুমরি ওঠে বেদনা, ঝরে নয়ন বারি,—
নিভিল আলো, এলো আঁধার কালো, নিরখিতে নারি :—

চিক্ষুর। একি গান !

মহিষাসুর। আচ্ছা, আজ তোমরা যাও। কিন্তু কাল যদি নৃত্যগীতে আমাদের মনোরঞ্জন কর্ত্তে না পার তবে কঠিন শাস্তি পাবে! (অপ্সরাগণের প্রস্থান)

(শনৈশ্চরকে লইয়া ১ম দৈত্য-প্রহরীর প্রবেশ)

শনি। (ঘুরিতে ঘুরিতে)—বন্ বন্ বন্ বন্—বাপ্!

কুট্রুস। (জনান্তিকে)—কেমন বন্ধু, আরো সূতো কাটবে? শালা, আমার সঙ্গে চালাকী? ঠাস্ করে এক মন্তর, আর চড়ে এক গাল!

মহিষাসুর। কি হয়েছে? একে এখানে নিয়ে এলে কেন?

১ম প্রহরী। মহারাজ, একে রাজ-পরিবারের কাপড় কাচবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ তা অস্বীকার কচ্ছে। বলছে কেমন করে কাপড় কাচতে হয় জানে না তা ছাড়া এর মাথা ঘোরা রোগ আছে।

মহিষাসুর। বটে! যতদিন কাপড় না কাচবে ততদিন প্রত্যহ গুণে গুণে একশত কষাঘাত করবে।—নিয়ে যাও।

শনি। বন্ বন্ বন্ বন্—বাপ্! (ঘুরিতে ঘুরিতে প্রহরীসহ প্রস্থান—যমকে লইয়া ২য় প্রহরীর প্রবেশ)

মহিষাসুর। কি সংবাদ? একে নিয়ে এলে যে?

২য় প্রহরী। মহারাজ, একে ঘোড়ার ঘাস কাটবার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। এ তা অস্বীকার কচ্ছে—বলছে ঘাস কাটা এর অভ্যাস নাই।

মহিষাসুর। একে নিয়ে গিয়ে শূলে দাও। যাও।

যম। হায়! হায়! অমর হ'য়ে কি ঝকমারীই করেছি! মর্ত্তেও পারব না, বাঁচতেও দেবে না।

(প্রহরী সহ প্রস্থান)

কুট্রুস। তোমাদের বেঁচেও কাজ নাই, মরেও কাজ নাই। মহারাজ, এ দু'ব্যাটাকে দুরন্ত করবার ভার আমায় দিন।

মহিষাসুর। বেশ, তোমাকেই ভার দিলাম। যাও।

(কুট্রুসের প্রস্থান)

শচী—শচী—শচী—
শচীহীন স্বর্গপুরী মরুভূমি সম,
ইন্দ্রপদ শুধু পরিহাস।
সেনাপতি, যাব আমি শচীর সন্ধানে
রাজ্য রক্ষা কর তুমি যাবৎ না ফিরি।

চিক্ষুর। যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাত্যায়নের আশ্রম-সান্নিধ্য

(রৌদ্রাশ্বের প্রবেশ)

রৌদ্রাশ্ব। মা! মা! আমার কি হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আধিব্যাধি-প্রপীড়িত অবোধ সন্তান তোর শান্তিময় কোলে যাবার জন্য কেঁদে উঠেছিল, তুই তাকে নরকে নিক্ষেপ কর্লি! মা! মা! পাষাণী!

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। বৎস! অশ্রুবারি কর সম্বরণ,
ত্যজ মনস্তাপ,—
জগন্মাতা তুষ্ট তোর প্রতি।

রৌদ্রাশ্ব। কে তুমি জননী?
কি কহিছ বুঝিতে না পারি!

বিজয়া। আমি বিজয়া, কিঙ্করী মায়ের।

রৌদ্রাশ্ব। তুমি মায়ের সেবিকা!
প্রণাম চরণে।
কহ মাতা, জননীর দয়া কি হয়েছে
অতি দীন এই সন্তানের প্রতি?
বেদনা তাহার
বেজেছে কি মায়ের পরাণে?
হায়! হেন ভাগ্য হবে কি আমার!

তপঃভ্রষ্ট আমি গো নারকী,
কাঁদিতেছি মর্ম্ম-বেদনায়,
ধূলায় লুটায়ে মা ! মা ! বলে ডাকি,—
জগন্মাতা শুনিতে কি পান ?

বিজয়া। বিশ্বময়ী জননী আমার,
তোমার অন্তরে বসি চৈতন্যরূপিণী
তব ডাক শুনেছেন তিনি।
তাঁর নাম লয়ে
যত অশ্রু ঢালিয়াছ ধরণীর বুকে
প্রতি বিন্দু তাঁর পদে হয়েছে অঞ্জলি।
বৎস ! সন্তানের ব্যথা
মাতা জানে, অন্য কে জানিবে ?
ভাগ্যবান্ তুই রে বাছনি,
জীবের মঙ্গল তরে ভূভার হরণে
তিনি তোরে দিয়াছেন বলি।
ইচ্ছাময়ী কৈবল্যদায়িনী মাতা।—
তাঁর ইচ্ছাবশে তপোভঙ্গ ঘটিয়াছে তোর।
দুঃখ তাহে কিবা ?
জননীর প্রসাদ পাইবি,
জীবন্মুক্ত মৃত্যুঞ্জয় হবি।
লহ বৎস মা'র আশীর্ব্বাদ, প্রসাদি সিন্দুর,—
ভক্তি ভরে ধরহ ললাটে। (সিন্দুর প্রদান

রৌদ্রাশ্ব। ধন্য আমি, ধন্য আমি, সার্থক জনম।
মা! মা! মা! এত দয়া তোর
অবোধ সন্তানে?

বিজয়া। গীত।

আয়রে আয়, কে চক্ষু বুজে কাঁদিস আঁধারে—
ওই দেখ্ উঠল তপন, আলো হ'ল মায়ের মন্দিরে।
কে আছিস মায়ের পথ-ভোলা ছেলে,
খেলতে খেলা কাঁটা বনে মরিস কে জ্বলে,—
মেখে ধূলো মাটি কান্নাকাটি করিস কেন রে?—
আয় ফিরে আয় মায়ের কোলে, মা বলে ডাক মায়েরে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ইন্দ্র ও শচীর প্রবেশ)

ইন্দ্র। কত সহে, কত সহে আর!
অমরের ধরায় নিবাস,
প্রখর তপন তাপে বিশীর্ণ শরীর,
দূষিত সমীর করে ব্যাধির সঞ্চার;
গুহা ভিন্ন নাহিক নিবাস,
শিলা ভিন্ন নাহিক শয়ন;
বনফল তিক্ত মনে হয়,
তবু ক্ষুধার জ্বালায় নিত্য হয় করিতে ভোজন।
পান করি আবিল সলিল—

তাহে দহে প্রাণ নিশিদিন
তীব্র মনস্তাপে।
হায় শচী! দেবেন্দ্র-হৃদয়-মণি!
আজি তব পরগৃহে বাস,
পরান্ন ভোজন,
অপরের দাসীবৃত্তি জীবিকার তরে!
আরো কিবা আছে বুঝি দগ্ধ এ ললাটে!
হায় বিধি! কেন আমা সবে
অমর করিয়াছিলে?
ফিরে নাও অমরত্ব তব,
মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—
এ হ'তে মরণ শ্রেয়ঃ শত—শতবার।

শচী। নাথ! ধৈর্য্য ধর, স্থির হও।
হেন কাতরতা
তোমারে না সাজে।
বীর তুমি, দেবতার পতি,
করিয়াছ বীর আচরণ।
জয় পরাজয় ললাট লিখন—
দুঃখ তাহে কিবা?
নিজে বিষ্ণু সুদর্শন করে,
বিধি নিজে কমণ্ডলু ধরি,
দেবদেব মহাদেব মহাশূল করে

মাগিলেন পরাজয় দানবের কাছে।
সেথা বজ্র তব বিফল হয়েছে,
তার লাগি কেন মনস্তাপ ?
পুরুষ কে কবে
একবার আশাভঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়েছে ?
সূচীভেদ্য অন্ধকার, দীর্ঘ অমানিশা,
ঘনঘটা গরজে গভীর,
ঝর ঝর ঝরিছে বাদল—
তথাপি চলিতে হবে পথ—
ওই দীর্ঘপথ, কাঁটাবন ঘেরা,—
আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল।
জেনো স্থির—
এ নিশি প্রভাত হবে,
শেষ হবে ওই দীর্ঘ পথ—
শুধু দৃঢ় পদে
তোমারে চলিতে হবে।
পারিবে না? পারিবে না নাথ ?

ইন্দ্র। দেবী! সত্য কহিয়াছ।
কিন্তু ভাবি যবে কত উচ্চ হতে
কত নিম্নে নামিয়া এসেছি,
মনে হয় যবে
তোমার মনের ব্যথা ঘুচাতে নারিনু—

তুমি, সুর-নর-গন্ধর্ব্ব-বন্দিতা
দেবেন্দ্র-মহিষী, আজি মানবের ঘরে—
কি কহিব, কি যে চিন্তানল
দগ্ধ করে অন্তর আমার!
ইচ্ছা হয় হানি বজ্র আপনার বুকে।—
কিন্তু হায়!
অমরত্ব অভিশাপে নাহিক মরণ।

শচী। নাথ! মোর লাগি ব্যথা কেন পাও?
আছি আমি তপোবনে তপস্বীর ঘরে,
অতিথির সমাদরে নিত্য পূজে তারা;
নিত্য উষাকালে সামগানে ভেঙ্গে যায় ঘুম,
পাখীগণ কলতানে বিভুগুণ গায়,
কেকারবে ময়ূর ময়ূরী নাচে,
মৃগশিশু চোখে চোখে কুশল সুধায়;
ঋষিকন্যাগণ মূর্ত্তিমতি মমতারূপিণী—
কত ভালবাসে মোরে!
সবাকার সনে, করি
আলবালে সলিল সিঞ্চন, কুসুম চয়ন,
গাঁথি মালা ধ্যান যোগে তোমারে পরাই,
তোমার চরণে দেই ভরিয়া অঞ্জলি।
স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
চরাচর স্পন্দহীন যবে,

আমি নিরজনে
ছায়া-স্নিগ্ধ তরুতলে বসি
আঁখি মুদি তোমারে নেহারি ;
অপরাহ্নে বারি আহরণ ছলে
নিত্য তব পাই দরশন ;—
বল নাথ! এ কি দুঃখ ?
স্বর্গসুখ এই তো আমার।
ব্যথা শুধু পাই
তব দশা করিয়া স্মরণ।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! এত ভালবাস তুমি মোরে।
তব প্রেম অমিয়-পরশে
সঞ্জীবিত হ'ল মৃতপ্রাণ।
তুমি দেখায়েছ মোরে আশার আলোক,
অন্ধকার কিছু আর নাই।
চল প্রিয়ে পথ দেখাইয়া—
তব সনে চলিতে চলিতে
এই পথ হবে মনোরম
সুনীল অম্বর কোলে ছায়াপথ সম।

শচী। তবে নাথ, চিন্তা পরিহর।
শুন মম উপদেশ—
চল সবে দেবগণ মিলি
কৈলাশ-শিখরে যাই মহেশ-সদনে।

সেথা হ'তে তাঁরে লয়ে যাব ব্রহ্মলোকে,
পরে প্রজাপতিসহ সবে মিলি বৈকুণ্ঠে যাইব—
নারায়ণে ভেটিব সেথায়।
অন্তরের যত ব্যথা
নিবেদন করিব তাঁহারে—
দুঃখ-নিবারণ, বিপদ-ভঞ্জন তিনি—
তাঁহার দয়ায়
প্রতিকার অবশ্য হইবে।

ইন্দ্র। তাই চল, তাই চল প্রিয়ে। (ইন্দ্র ও শচীর প্রস্থান)

(রৌদ্রাশ্বের প্রবেশ)

রৌদ্রাশ্ব। উত্তাল তরঙ্গময় কালসিন্ধুনীরে
ভাসায়েছি তরণী আমার।
সফেন তরঙ্গরাজি পর্ব্বত-প্রমাণ
ধেয়ে আসে গ্রাসিতে আমারে ;
মকর কুম্ভীর কত আঘাতে আঘাতে
ত্রস্ত করে জীর্ণ তরী মোর।—
সাবধান, ওরে মাঝি ! সাবধান,—
গুরুমন্ত্রে বেঁধেছিস্ হাল,
মা'র নামে তুলেছিস্ পাল,—
তুই শুধু ধরে থাক্,
জেগে থাক্
আগে চল্, আগে চল্ ভাই !

(মহিষাসুরের প্রবেশ)

মহিষাসুর। এইখানে ছিল,
কোথা গেল দেখিতে দেখিতে ?

রৌদ্রাশ্ব। একি ! দুর্ব্বৃত্ত মহিষাসুর !—না না ভুল, ভুল। মা'র ছেলে, আমার ভাই, মা'র ইচ্ছায় এসেছে,—আমি ভয় পাব কেন ?

মহিষাসুর। এই যে,
দেখিতেছি তপস্বী জনৈক—
হে তাপস ! দেখিয়াছ তুমি,
এইখানে ছিল এক বিমোহিনী নারী ?
বল ত্বরা, কোথা সে গিয়াছে ?
পুরস্কার পাইবে প্রচুর।

রৌদ্রাশ্ব। আমি ত দেখি নি, আমি জানি না।

মহিষাসুর। মিথ্যাকথা—
সুনিশ্চয় দেখিয়াছ তুমি।
বল ত্বরা কোথা সে গিয়াছে—
নহে দণ্ড দিব অতীব ভীষণ।

রৌদ্রাশ্ব। দণ্ড দেবে ? দাও। কিন্তু আমি সত্য বলছি আমি জানি না।

মহিষাসুর। কি ! পুনঃ পুনঃ ছলনা আমারে !
আদেশ আমার গ্রাহ্য নাহি হয় !
সাবধান ! কহি শেষবার,

জীবনের মায়া যদি থাকে,—
বল ত্বরা কোথা সে গিয়াছে।

রৌদ্রাশ্ব। আমায় বিশ্বাস কর,—আমি সত্য বলছি,.আমি জানি না।

মহিষাসুর। জান না? বটে? জান না!
ভাল, দেখি জান কি না জান।
তপস্বীর ছদ্মবেশে ঢাকিয়া ছলনা,
ভাবিয়াছ অন্ধ মানবের মত
ভুলাবে আমারে?
দেখ ফল মধুর কেমন,
কষাঘাতে কত মধু আছে।

(মহিষাসুরের প্রস্থান)

রৌদ্রাশ্ব। মা! মা! আমায় চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস?
তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে মা?
ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

(কতিপয় অনুচর ও সারথী সহ মহিষাসুরের প্রবেশ)

মহিষাসুর। সব ভণ্ড, সব ভণ্ড,
সব মিথ্যাবাদী,
দেবতার উচ্ছিষ্ট ভোজক।

ধ্বংস কর, ধ্বংস কর সব ।
আগে এই দুষ্টে কর তীব্র কষাঘাত,
প্রহারে প্রহারে
অঙ্গে অঙ্গে ছুটুক শোণিত,
জ্বলুক বহ্নির জ্বালা—
দেখি ছলা থাকে কত ক্ষণ ।

(সারথী রৌদ্রাশ্বকে কশাঘাত করিতে লাগিল)

(অনুচরগণের প্রতি)—

যাও সবে,
তপস্বীর তপোবন ভস্মীভূত কর,
শূলে দাও যে আছে যেথানে ।

(অনুচরগণের প্রস্থান)

কেমন-এখন বলবে ?

রৌদ্রাশ্ব । কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ ।
কুমার্গরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥

মহিষাসুর । মার, আরো মার ।

রৌদ্রাশ্ব । বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলেচানলে পর্ব্বত শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদামাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী ॥

মহিষাসুর। না, প্রহারে এর কিছু হবে না। একে নিয়ে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।

(রৌদ্রাশ্বকে প্রহার কবিতে করিতে লইয়া সারথীর প্রস্থান—
ইতিমধ্যে তপোবন জ্বলিয়া উঠিল।)

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! যাই দেখি জ্বলিছে কেমন।
শুনি আর্ত্তনাদ পরাণ শীতল হবে।

(প্রস্থানোদ্যোগ—সহসা সব অন্ধকার হইল—

একি বিভীষিকা! উঃ!
জ্বালা—জ্বালা—বুঝি ভস্ম হই।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দন কাননের একাংশ

ধৌত বস্ত্রের বোঝা লইয়া শনি ও ঘাসের বোঝা লইয়া যমের প্রবেশ।
উভয়ে ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

যম। ভাই রে!

শনি। দাদা গো।

যম। আর যে সয় না।

শনি। না সয়, সোজা রাস্তা আছে—শূলে গিয়ে চড়। দুর্ভাবনা কেটে যাবে, ব্যায়রাম স্বায়রাম যদি কিছু থাকে, তাও ভাল হয়ে যাবে।

যম। তুমি তো বেশ রহস্য কর্চ্ছ। তোমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে না?

শনি। কিছুমাত্র না। স্বর্গাধিপের জয় জয়কার হোক, আমি তাঁর অনুগত রাজভক্ত প্রজা—যেন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এমনি তাঁর সাত গোষ্ঠীর কাপড় কাচিতে রহি।

যম। তবে তাই রহ, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার কাপড়ের বোঁচকা দিন দিন ভারী হোক, তোমার গাধার বংশ বৃদ্ধি হোক, তোমার ভিটের ভাটী বসুক, তোমার উঠানে সাজিমাটির পাহাড় হোক। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, রাতারাতি তোমার এত রাজভক্তি গজিয়ে উঠল কি করে।

শনি। কি করব দাদা, তোমার মতন তো আমার গণ্ডারের চামড়া নয়। তোমার শূলেও সানায় না—আমার পক্ষে চাবুকই যথেষ্ট। আহা, কি মোলায়েম জিনিষ এই চাবুক! এর সুকোমল স্পর্শ পাকা হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে ওঠে—তা রাজভক্তি তো রাজভক্তি! দাদা, ওই আসছে।

যম। কে?

শনি। তোমার শ্যালক-পুত্র কুট্টুস।

যম। কি আর বলব, থাকতো আমার যমত্ব, ব্যাটাচ্ছেলেকে নখের উপর ফেলে পুটুস করে দিতুম।

শনি। দাদা, ওই যতো কিছু দুঃখু। হ'ত যদি জ্যাঠামশাই বাবার চেয়ে বয়সে ছোট, তা হ'লে কত কি যে কর্ত্তুম, তা আর তোমায় কি বলব। এখন গাত্রোৎপাটন কর, আর বিশ্রামে কাজ নেই। তোমার কুটুম্ব-পুত্র এসে যদি আমাদের এ অবস্থায় দেখতে পায় তবে ঘুঘু এবং ফাঁদ একসঙ্গে দেখিয়ে দেবে।

যম। হ্যাঁ ভাই, চল প্রস্থান করি!

(উভয়ের প্রস্থান)

(বীণা বাদন করিতে করিতে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে কুটুসের প্রবেশ)

কুটুস। ম্যাঁও মাঁও ম্যাঁও—সা রে গা মা পা ধা নি সা—নাঃ এ শালার কলাবিদ্যাকে তো কোনমতেই বাগ মানাতে পাচ্ছি না। কলা না দেখালে অপ্সরী বেটারা যে ছাই আমলই দেয় না গা! এখন করি কি? ভেবেছিলেম আমাদের মহারাজ যখন স্বর্গ অধিকার করেছেন তখন আর ভাবনা নাই। কলসী কলসী সুধা অপোগণ্ড করব, কল্পবৃক্ষের ফলের ঝাঁকা কে ঝাঁকা ফাঁক করব, আর অপ্সরীদের সঙ্গে—আঁচলে আঁচল বাঁধি, খেলিব কাণামাছি। কিন্তু বরাৎ যায় সঙ্গে। বলে কিনা— 'গান শেখ!' আমাদের মতন গাইতে যখন পারবে

তখন তোমায় বে' করব!' ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও—
সারে গামা—গলাটা একরকম দুরস্ত হয়েছে। ম্যাঁও
ম্যাঁও—ওই যে কলার কাঁদীকে কাঁদী এইদিকে
আসছে। আজ আর চালাকী চলছে না, আজ সুধা
আদায় করব তবে ছাড়ব।

(গাহিতে গাহিতে অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্সরাগণ। গীত

ভোরের হাওয়ায় নতুন কথা ভেসে এসেছে—
ফুলকুমারীর নয়ন-বারি শুকিয়ে গিয়েছে-
সে তাই আপনি হেসেছে।
তাকে তাকে ছিল মলয় চোর,—
সে ফাঁকে ফাঁকে সুবাস লুঠে কর্লে নিশি ভোর—
আবার সৈ শুনছি নাকি মধুর লোভে ভোমরা বঁধু টেঁসেছে

কুট্রুস ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও—থামলে কেন? চলুক—ম্যাঁও
ম্যাঁও—

উর্ব্বশী। এই যে, তুমি কলাবিদ্যা কিঞ্চিৎ আয়ত্ব করেছ।

কুট্রুস। নিশ্চয়। তোমরা যখন কলা ভিন্ন প্রেম করবে না
তখন তোমাদের কলা দেখিয়ে তবে ছাড়ব। ম্যাঁও
ম্যাঁও—দেখ, কদলীর সঙ্গে প্রেমের যে এমন নিকট
সম্বন্ধ তা কিন্তু আগে জানা ছিল না।

মেনকা। সত্যি না কি? তুমি জানতে না? তা হ'লে তুমি কি জান্‌তে?

কুট্টুস। ম্যাও ম্যাঁও ম্যাঁও—যা কিছু জানবার সবই জানতুম, শুধু ওইটী বাদ।

রম্ভা। আহা, কি জানতে দুটো একটা বলই না শুনি।

কুট্টুস। শুনবে? শুনবে? শোন। তা হলে গান গেয়ে বলি—এই ক'দিনে কি পরিমাণ কদলী অনুষ্টুপ করেছি তাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেখিয়ে দি।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দাও।

কুট্টুস। গীত

ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও—সা-রে গা-মা—ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও!
বেগুন মুগ মটর-র্‌-র্‌,
ঝনন ঝনন ঝন্‌ ফর্‌-র্‌-র্‌!
বুড়ীর বাড়ীতে ভোরের বেলাতে গরু ভেঙ্গে বেড়া নিল চোরে—
ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও-ম্যাঁও-ম্যাঁও—
(তখন) তার মাসীতে পিসীতে কাশিতে কাশিতে বাঁশীতে ফুঁ দিল জোর—
পোঁ-পোঁ-পোঁ ওঙা-ওঙা—ম্যাঁও ম্যাঁও-ম্যাঁও—
এলো ছোলা ভাজা মুড়ি পাঁপর-র্‌-র্‌-র্‌!
ইলিশ, খলিস, তোষক, বালিস, গামছা, ঘটী, চাদর-র্‌-র্‌!
ওঙা-ওঙা—ম্যাঁও-ম্যাঁও-ম্যাঁও—

সকলে। চমৎকার! চমৎকার!

কুট্টুস। হেঁ হেঁ—চমৎকার? অ্যাঁ, চমৎকার? অ্যাঁ! হেঁ হেঁ—তবে এইবার আমায় বিয়ে কর।

উর্ব্বশী। আহা, তা আর করব না? তোমায় যা ভাল আমরা বেসেছি, তাতে বিয়ে না কর্লে কি আর রক্ষে আছে?

কুট্টুস। আর সুধা?

মেনকা। তার আর ভাবনা কি? যত চাও তত পাবে।

কুট্টুস। পাব?

রম্ভা। ঠিক পাবে। আচ্ছা, এইবার তা হ'লে তুমি বেছে নাও আমাদের মধ্যে কাকে চাও।

কুট্টুস। তা হলে চড়কগাছ দাদা, ও সব বাছাবাছির মধ্যে আমি নেই। হেঁ হেঁ—আমি গাছেরও খাব, তলারও কুড়োবো। তোমাদের সব কটাকেই আমি চাই। কি বল ভাই খেঁকশিয়ালী? ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও—

রম্ভা। নিশ্চয়। এ খুব ভাল কথা—তা হলে আর দেরী কেন?

গীত

অপ্সরাগণ—চল চল বঁধূ চলহে—

কুট্টুস—মিছে দেরী করে কিবা ফল হে?

উর্ব্বশী—দিব গলে প্রেম-দড়ী, পায়ে প্রেম-বেড়ী, কোমরে শিকল হে

কুট্‌স—আমি নাচিতে নাচিতে—

মেনকা—হাঁচিতে হাঁচিতে—

রম্ভা—(প্রেমে) ফেলিবে চোখের জল হে !

সকলে—আহা বাছারে !—

মেনকা—হাঁড়ী-চাঁছারে !—

রম্ভা—তোমায় খাঁচায় পুষিব, খোঁচায় তুষিব,

হব প্রেমে ঢল ঢল হে !

কুট্‌স—আর নিতুই নিতুই কত নব নব খাওয়াবে কদলী বল হে !

অপ্সরাগণ—তবে চল চল বঁধূ চলহে !

(সকলের প্রস্থান)

২।৩

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর

(ঘটের সম্মুখে মহামায়া ত্রিশূল করে দণ্ডায়মানা—সম্মুখে মহিষাসুর ধ্যানস্থ।)

মহামায়া। রে মহিষাসুর ! আবাহন করেছিস মোরে—

নয়ন মেলিয়া দেখ্‌

আসিয়াছি আমি।

মহিষাসুর। (চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দাঁড়াইল)—
আসিয়াছ মাতা ? সত্য আসিয়াছ ?
মা ! মা ! পুনঃ পুনঃ বিভীষিকা হেরি
পরাণ কাঁপিছে ত্রাসে ।—
বল মা গো, এ কি মরণের ছায়া ?

মহামায়া। কর্ম্মফল, কর্ম্মফল ।—
মাতৃরূপে বহুবার দেখা দিয়াছিনু,
দিয়াছিনু বহু উপদেশ—
মোহ ঘোরে শোন নাই তাহা ;
আজ্ঞা মোর লঙ্ঘন করেছ,
দেখ চেয়ে তার পরিণাম ।

(ত্রিশূল দ্বারা মহিষের বক্ষ স্পর্শ করিলেন)

যোগনিদ্রা ! মহিষেরে কর আচ্ছাদন,—
ঘুচাইয়া মিথ্যা যবনিকা,
দেখাও বাস্তব চিত্র ।—
রে মহিষ ! কি দেখিছ ?

মহিষাসুর। মা ! মা !—

মহামায়া। হের ওই—
কাল-রাত্রি কাল-ছায়া করেছে বিস্তার,
অনন্ত তিমির ঘোরে
গর্জ্জে সিন্ধু ভৈরব কল্লোলে,—

উথলিছে কারণ সলিল,
একাকার সলিল আকাশ—
তার মাঝে শুধু আমি
জ্যোতিরূপে রয়েছি প্রকাশ।—
দেখিতেছ ?

মহিষাসুর। দেখিতেছি মাতা—
না না না,
আঁখি মোর অন্ধ হ'য়ে গেল—
কোটি দিবাকর জিনি রূপের প্রভায়
নয়ন মেলিতে নারি।—

মহামায়া। হের মোর জটাজাল ছেয়েছে গগন,
সহস্র সহস্র বাহু দিকে দিকে আছে প্রসারিত,
আচ্ছাদন করিয়াছি চরণের তলে
সর্ব্ব স্থান—
তিলমাত্র স্থান আর নাই।—
দেখিতেছ ?

মহিষাসুর। দেখিতেছি মাতা—
মা! মা! মা! রক্ষা কর, রক্ষা কর—
রূপ তব কর সম্বরণ।—
ভয়ে বুঝি জ্ঞান লোপ হ'ল,
সঘনে কাঁপিছে হিয়া,
বুঝি প্রাণ যায়।

মহামায়া। ধীরে ধীরে হ'ল মম ইচ্ছার বিকাশ,—
মম কোষ হতে বিশ্ববীজ মুক্ত হইল,
প্রকাশিল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
আমার বিভূতিরূপে,
ভ্রাম্যমান অণু পরমাণু
পরস্পরে হইল মিলিত—
সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীব হইল সৃজন।
দেখিতেছ ?

মহিষাসুর। দেখিতেছি মাতা।—
অতীব আশ্চর্য্য,
কল্পনা অতীত এই সৃষ্টির কৌশল !

মহামায়া। পুনঃ হের, সেই সৃষ্টি মাঝে,
তমোরূপী একা তুমি
বহু যুগে, বহু রূপে
মোর সনে করিতেছ রণ ;—
হের মম খড়্গে হইলে নিপাত ;—
প্রলয় হইল মম আঁখি পালটিতে।—
দেখিতেছ ?

মহিষাসুর। দেখিতেছি মাতা।

মহামায়া। পুনঃ সৃষ্টি হইল বিকাশ,—
পুনঃ তুমি এলে, পুনঃ গেলে,—
এইরূপ এসেছ গিয়াছ কতবার।

পুনরায় আসিয়াছ তুমি,
পুনঃ তুমি হইবে নিপাত ।—
দেখিতেছ ?

মহিষাসুর । দেখিতেছি—
অন্ধ আমি, দৃষ্টিশক্তিহীন,
পথহারা প্রবৃত্তির প্রবল পীড়নে,
বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত
ধ্বংসমুখে ছুটিয়া চলেছি ।—
পর্ব্বত-শিখর-প্রান্তে দাঁড়ায়েছি এসে,
নিম্নে ওই অতল গহ্বর—
রক্ষা কর, রক্ষা কর মাতা,
ধ্বংস হতে কর পরিত্রাণ !

মহামায়া । রে মহিষাসুর !
অতি তুচ্ছ দেহের শকতি পেয়ে
দম্ভ তোর পর্ব্বত প্রমাণ !
মত্ত মদঘোরে
তিন লোকে করিতেছ ত্রাসের সঞ্চার
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল
বিকম্পিত চরণের ভরে,—
ধর্ম্ম, পুণ্য, শান্তি গেছে পলাইয়ে
যেখানে পড়েছে তোর ছায়া ।
দেখ্ চেয়ে-কত ক্ষুদ্র, কত হীন তুই—

অনন্ত শৃঙ্খল মাঝে একটী বন্ধন।—
কর্ নিরীক্ষণ
কিবা তোর হবে পরিণাম।

মহিষাসুর। উঃ! কি ভীষণ করাল মূরতি!
মুক্তকেশে খেলে সৌদামিনী,
ছোটে বহ্নি ত্রিনয়ন হতে,
করে করে আয়ুধ নিচয়,
অট্ট অট্ট হাসে, ঘন হুহুঙ্কারে
কাঁপিতেছে বিশ্ব চরাচর—
বুঝি সৃষ্টি যায় রসাতল
ও কি?—
তুলিয়াছে ভীম খড়্গ মোর শিরোপরে,
খড়্গাঘাতে ছিন্নকণ্ঠ পড়িনু ভূতলে—
পুনঃ, পুনঃ—ও কি হেরি?
বিস্তার করিয়া ভীম বদন-গহ্বর
উত্তপ্ত শোণিত মম করিতেছে পান!
বিকাশিয়া বিকট দশন
মড়্ মড়্ করি
অস্থি মোর চিবাইয়া খায়!—
রক্ষা কর, রক্ষা কর মাতা।
হাঁ হাঁ, মনে পড়িয়াছে,
বামা হস্তে নিধন আমার—

মা! মা!
কে রমণী বিশালাক্ষী
ভয়ঙ্করী রুধিরপিয়াসা?

মহামায়া। কে? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি—আমি—
রে মহিষাসুর!
আমি তোরে করিব নিধন।

মহিষাসুর। তুমি?
দয়াময়ী জননী আমার!
তুমি মোরে করিবে নিধন?
তবে মোর কিছু দুঃখ নাই।
হে করুণাময়ী!
দেখায়েছ ভাবী চিত্র
অতি ভয়ঙ্কর,
করুণায় খুলে দেছ অন্ধ এ নয়ন,—
এবে পরিণাম ভয়ে
ভীত আমি পতিত সন্তান।
ইচ্ছাময়ী ব্রহ্মসনাতনী!
ইচ্ছা তোর হয়েছে যগুপি,
সে ইচ্ছা অবশ্য পূরিবে—
কিন্তু মাতা!
অতি দীন অবোধ সন্তান,
তার প্রতি হোসনে নিদয়া।—

দয়া কর্, ভিক্ষা দে—
জন্মে জন্মে হেন শাস্তি দিস্‌নে জননী।
এই কয়্—
যেন মোর পুনরায় জন্ম নাহি হয়,
যেন যুগে যুগে
পাই ঠাঁই ও রাঙ্গা চরণে।

মহামায়া। তথাস্তু!

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিষ্ণুধাম—কক্ষ

বিষ্ণু সিংহাসনে সমাসীন।

চারিধারে ভক্তগণ ও ঋষিগণ উপবিষ্ট—দেবদেবীগণ স্তুতি করিতেছে।

দেবদেবীগণ। স্তোত্র গীতি

করুণা পারাবার বরুণালয় গম্ভীরা!
নারায়ণ, নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥
নীরদসঙ্কাশা কৃতযুগকল্মষনাশা।
নারায়ণ, নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥
পীতাম্বর পরিধানা সুরকল্যাণনিধানা।
নারায়ণ, নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥
মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশা।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥
জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রা।
নারায়ণ, নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥
পাতক রজনীং সংহর করুণালয় মামুদ্ধর।
নারায়ণ, নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে॥

বিষ্ণু। স্বাগত হে দেবতা-মণ্ডল!
কহ সবে কুশল ত সব?

ব্রহ্মা। হায় প্রভু !
দেবতার কুশল কোথায় ?
দুরাত্মা মহিষাসুর
কাড়িয়া লয়েছে স্বর্গপুরী,
ইন্দ্রত্ব করেছে অধিকার,
দেবতার যাহা কিছু গরবের ধন
সকলি হরিয়া নি'ছে।
নরলোকে পূজ্য দেবগণ,
ত্রিদিব নিবাসী,
ভীত আজি অসুরের ভয়ে,—
সঙ্গোপনে করে বাস মাটির ধরায়,—
বনফল করয়ে ভোজন
সুধা বিনা বারি করে পান,
নিদ্রা যায় পর্ব্বত-কন্দরে।
শচীরাণী দেবীগণ সবে
ছদ্মবেশে করে বাস ঋষি-তপোবনে ;
ঋষিকন্যা সনে
নিত্য করে আলবালে সলিল-সিঞ্চন,
কুম্ভকক্ষে বারি আহরণ,
গো-পালন আদি
তপস্বীর গৃহকর্ম্ম যাহা কিছু আছে।
বুঝ প্রভু দেবতার কুশল কেমন।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি! সকলি তো জান।
তুমি তারে দিয়েছিলে বর,
যার বরে অজেয় সে পুরুষের কাছে।
তেঁই তার সনে রণে
পরাজিত দেবতা মণ্ডল।
তুমি নিজে, শূলি শম্ভু,
আমি সুদর্শন-ধারী,
সবাই বিমুখ তার রণে।
এ সকলি নিয়তির খেলা,
কেমনে করিব প্রতিকার?

ব্রহ্মা। নারায়ণ!
তোমারে কি জানাইব আর?
অতীতের যত কথা সকলি তো জান—
সত্য আমি দিয়াছিনু বর,
কিন্তু প্রভু, সেতো আমি নই
সে যে তুমি জনার্দ্দন,
আমার অন্তরে থাকি কয়েছিলে কথা
মম বরে পুরুষের অজেয় যদ্যপি,
নারী হস্তে নিধন তাহার—
কেন প্রভু হলে বিস্মরণ?

বিষ্ণু। তাই যদি হয়,
দেবীগণে পাঠাইয়া দাও রণাঙ্গণে।

ইন্দ্র। প্রভু প্রভু, কেন কর ছল,
দীনহীন পতিত এ দেবগণ সনে ?
দেবীগণ মাঝে
কেবা আছে হেন শক্তিময়ী
সমরে যে জিনিবে তাহারে ?
বলবীর্য্য মায়া তার
প্রত্যক্ষ করেছ তুমি নিজে।
তবে কেন হেন আজ্ঞা করিছ শ্রীহরি ?
শুন জগন্নাথ,
সেই নারী নহে সাধারণ।—
কোথা আছে, কোন্ লোকে, কেবা সেই নারী—
আছে কিম্বা নাই, তুমি জান।

বিষ্ণু। জানি।
শুন, শুন ব্রহ্ম মহেশ্বর !
হে দেবেন্দ্র ! দেবতা-মণ্ডল !
আছে শুধু একজন বিশ্ব-চরাচরে
যার তেজে মহাবল মহিষ-অসুর
তুচ্ছ তৃণ সম ভস্ম হয়ে যায় !
যুগে যুগে বহুবার এসেছেন তিনি
জীবগণে করিতে নিস্তার,
ঘুচাইতে ধরিত্রীর ভার,
দানব-পীড়িত

দেবতার পরিত্রাণ তরে।
ভুলেছ কি তাঁরে ?
রুদ্ধ কিহে জ্ঞান-নেত্র তোমা সবাকার ?
জান কিহে কেবা সেই নারী ?
সেই নারী আদ্যাশক্তিরূপা,
শকতির অনন্ত ভাণ্ডার,
সনাতনী মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী—
সূক্ষ্মরূপে রয়েছেন ব্যাপ্ত চরাচরে।
হে অমরগণ !
সত্য যদি চাহ পরিত্রাণ,
মহিষ নিধন তরে সঙ্কল্প করিয়া
সেই শক্তি কর আবাহন।
প্রবুদ্ধ করিয়া তুল কুলকুণ্ডলিনী,
সকলের তেজঃ মিলাইয়া
গড়ে তোল তেজোময়ী প্রতিমা তাহার !

দেবগণ। তথাস্তু ! তথাস্তু !

ব্রহ্মা। তবে এসো মাগো জগন্ময়ী জগৎ-জননী !
বিশ্বরূপা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-রূপিণী !
শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী দনুজদলনী !
এসো মাগো মহিষ-মর্দ্দিনীরূপে,
পতিত এ দেবগণে করিতে নিস্তার।
ভীত ত্রস্ত পীড়িত দুর্ব্বল

দেখ মাগো আজি তোর সন্তান কাঁদিছে,—
সকাতরে মা ! মা ! বলি ডাকিছে মা তোরে।
জেগে ওঠ্, জেগে ওঠ্ মাতা—
রক্ষা কর্ বিপন্ন সন্তানে।

(সহসা অন্তরীক্ষে মেঘগর্জ্জনবৎ গুরু গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মার মুখ হইতে লোহিতবর্ণ, শঙ্করের শরীর হইতে রজতবর্ণ, বিষ্ণুর শরীর হইতে নীলবর্ণ, দেবরাজের শরীর হইতে বিচিত্রবর্ণ ও অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতে নানারূপ বিভিন্নবর্ণ তেজঃ নির্গত হইল। ঐ সকল তেজের মিলনে মহামায়া দশবাহু-সমন্বিতা মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হইলেন।)

মহামায়া। মাভৈঃ ! মাভৈঃ ! মাভৈঃ !

বিষ্ণু। হের, হের দেবগণ, অপূর্ব্ব মূরতি—
মহামায়া মহিষ-মর্দ্দিনী।
জটাজুটসমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা,
লোচনত্রয়সংযুক্তা, পুর্ণেন্দুসদৃশাননা,
অতসীপুষ্পবর্ণাভা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুলোচনা,
নবযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা,
এসেছেন দানবদলনী মাতা।—
ভক্তিভরে করহ প্রণাম,
গাও সবে জননীর জয়।

(দেবদেবীগণ প্রণত হইল)

সকলে। জয় মা মহিষমর্দ্দিনী !
জয় মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী !

মহামায়া। দেবগণ ! সন্তান আমার !
'মা ! মা !' বলি ডাকিয়াছ কাতর পরাণে,
সাশ্রুনেত্রে চাহিয়াছ আশ্রয় আমার,
তাই আসিয়াছি।
বুঝে দেখ মনে, যবে শিশু
না শুনিয়া জননীর মানা,
স্বেচ্ছায় নামিয়া যায় মাতৃ-অঙ্ক হতে,
ধূলা মাখে গায়,
ছুটে যায় বিচিত্র বরণ
প্রলোভন প্রজাপতি ধরিবার তরে,—
পথ মাঝে বাধে তার অস্থির চরণ,
ভূমে আছাড়িয়া পড়ি মা ! মা ! বলি কাঁদে
কিম্বা, হেরি মণি দীপ্তিমান ভূজঙ্গের শিরে,
তাহারে ধরিতে যায়—
দংশনে তাহার নির্জ্জীব হইয়া পড়ে,
তীব্র হলাহলে ছেয়ে যায় স্বর্ণকান্তি,
মুখে তার কথা নাহি সরে,
কাতর নয়নে চাহে জননীর পানে—
জননী কি পারে রহিবারে ?
অমনি বুঝিয়া তার অন্তরের ভাবা,

মুখ চুমি কোলে তুলি লয় ;
অঞ্চলে মুছায়ে তার যত মলিনতা,
বুলাইয়া মঙ্গল-পরশ,
ঘুচায় বেদনা—
স্নেহরসে হলাহল সুধা হয়ে যায় ।
সেই মত, তোমা সবে
লঙ্ঘন করিয়াছিলে বিধান আমার,
মত্ত হয়ে মদিরার বশে,
কার্য্য মোর ভুলে ছিলে—
দহিতেছ তাই আজি বিষের জ্বালায় ।
তোমাদেরি মঙ্গলের তরে
করিয়াছি তীব্র কশাঘাত.—
তাই সবে 'মা ! মা !' বলি উঠেছ কাঁদিয়া,
মাতৃ অঙ্কে এসেছ ফিরিয়া ।
চেয়ে দেখ অতীতের পানে,
এইরূপ ঘটিয়াছে কত শতবার,
যুগে যুগে কত বার
কত রূপে আসিয়াছি আমি ।
রাখিও স্মরণ,
পুনঃ যদি পথভ্রান্ত হও,
পুনঃ মোর তীব্র কশাঘাতে
এমনি কাঁদিতে হবে ।

সকলে। মা! মা! মা!—

ব্রহ্মা। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মাতঃ!
রক্ষা কর অবোধ সন্তানে।

মহামায়া। ত্যজ ভয়, চিন্তা পরিহর,
অচিরে করিব আমি অসুর নিধন।
দেবগণ! মুগ্ধনেত্রে কি দেখিছ মোরে?
কার্য্য কর, কার্য্য কর, কাল বয়ে যায়।
হের দশদিকে
দশবাহু প্রসারিত মোর—
দাও মোরে আয়ুধ সবার।
হে ক্ষীরোদ! সূক্ষ্মবস্ত্রে রত্ন অলঙ্কারে
আমারে সাজাও।
বিশ্বকর্ম্মা!
মোর শিরে পরাইয়া দাও
কোটীসূর্য্য-সমপ্রভ দিব্য চূড়ামণি,
চরণে পরায়ে দাও মুখর মঞ্জীর।
হে বরুণ!
দেহ মালা বৈজয়ন্তী দিব্য গন্ধময়ী
প্রস্ফুট পঙ্কজ যার নাহি হয় ম্লান।
হিমালয়! আন মোর কেশরী বাহন,
কাল বয়ে যায়
যাব আমি অসুর-নিধনে।

সকলে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গ-পথ

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। লীলময়ী করিছেন লীলা!
মোহান্ধ জগত
দেখিয়া তা দেখিতে না পায়।
নিত্যশুদ্ধা সনাতনী জননী আমার
কল্পে কল্পে খেলিছেন সেই এক খেলা—
আদি অন্ত কোথায় তাহার!
কত বার আসিয়াছে
তমোরূপী মহিষ অসুর,
কত বার মাতা
জ্ঞান-খড়্গে দিয়াছেন বলি,
তবু তার মোহ নাহি টুটে।
ইচ্ছাময়ী! একি ইচ্ছা তোর!

(রৌদ্রাশ্বের প্রবেশ)

রৌদ্রাশ্ব। এ আমায় ঘুরিযে ঘুরিয়ে কোথায় নিয়ে এলি মা ?

বিজয়া। বৎস ! এই স্বর্গ।

রৌদ্রাশ্ব। বুঝলেম এই স্বর্গ—তারপর ?

বিজয়া। তারপর ? মা'র আদেশ—এখন থেকে তোমার স্বর্গবাস। ত্রিভুবনের লোক যে স্বর্গসুখের জন্য কত সাধনা, কত তপস্যা করে, আজ তা তোমার করায়ত্ব, ভাগ্যবান তুমি, আমি তোমায় অভিনন্দিত করি।

রৌদ্রাশ্ব। বেটা ! তুই কি ক্ষেপে গেছিস ? মা'র কোল ছেড়ে সন্তানের স্বর্গ ! এমন একটা আজগুবি মিথ্যা কথা কইতে তোর একটু বাধলো না ?

বিজয়া। সেকি ! তুমি স্বর্গসুখ চাও না ?

রৌদ্রাশ্ব। উহুঁ।

বিজয়া। আশ্চর্য্য ! মানুষ স্বর্গ ছেড়ে আধিব্যাধিভরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে চায়, তা এই প্রথম দেখলেম।

রৌদ্রাশ্ব। ও আবাগের বেটী ! তুই ছেলের সঙ্গে চালাকী কর্চ্ছিস ? ভাবছিস আমি তোর ছলনায় ভুলব ! ওরে বেটী ! তুই নিজে যে আমার চোখ খুলে দিয়েছিস—মনে নাই ? জানিস না, চৈতন্যময় মা যে আমার অন্তর বাহির জুড়ে রয়েছেন ? আমার আবার স্বর্গ কি ? আমি যেখানে যাব সেইখানেই আমার স্বর্গ।

বিজয় বৎস ? তুমিই সার্থক মায়ের করুণা লাভ করেছ ; শোন, মা আমার করুণাময়ী, যে যত পতিত, যত দীন, তার প্রতি তাঁর তত করুণা। মোহান্ধ মহিষাসুরের জন্য মা'র আমার ভাবনার অন্ত নাই—তাই মা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। সেইরূপে তিনি পাপকে ধ্বংস করবেন, পাতকীকে কোল দেবেন। বৎস ! ভাগ্যবান তুমি, মায়ের সেই রূপ দর্শন করে মৃত্যুঞ্জয় হবে। আর আমার তোমাকে পথ দেখিয়ে দিতে হবে না। এখন থেকে মা নিজেই তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন। আমি যাই, মা আমায় স্মরণ করছেন।

(বিজয়ার প্রস্থান—সুবর্ণ কুম্ভ কক্ষে কামকলার প্রবেশ)

কামকলা। কে তুমি ?

রৌদ্রাশ্ব। আমি যেই হই না, তুমি কে ?

কামকলা। দেখিতেছি রূপবান গুণবান তুমি।
কিন্তু কেন বল দেখি,
ভিখারীর ছিন্ন কন্থা পরিধান তব ?
সুখভোগে নাহি ধায় মন ?

রৌদ্রাশ্ব। ও সব বাজে বায়নাক্কা ছেড়ে দিয়ে সোজা কথায় বল দেখি তুই কে ? কি চাস ?

কামকলা। আমি ? আমি ভাগ্যবিধায়িনী জগৎ মাঝারে।
শুন হে ধীমান,—

আমার ভজনা যদি কর,
অনায়াসে হতে পার
একচ্ছত্র অধীশ্বর ত্রিভুবনে তুমি।
রুদ্ধদ্বার কুবেরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
চাবি তার মোর কাছে—
ইচ্ছা যদি হয়,
তোমারে খুলিয়া দিতে পারি।
হেরিতেছ কক্ষে মোর সুবর্ণ-কলস,
জান কিহে, কি আছে ইহাতে ?
সুখ—সুখ—সুখ—
সুখের অনন্ত প্রস্রবণ
এর মাঝে ভরিয়া রেখেছি।
চাহ যদি,
তোমারে ঢালিয়া দিব—
শতধারে ছুটিবে লহর,
ফুরাবে না, ফুরাবে না কভু।
দেখিতেছ এই রূপ—
জ্যোছনা মুরছি পড়ে যাহারে হেরিয়া,
তোমারে বিলায়ে দিতে পারি।
কমল-পলাশ সম লোচন আমার
চেয়ে রবে নির্ণিমেষে তব মুখপানে।
হের সুধা ভরা

বন্ধুক-অরুণ অধরোষ্ঠ মোর,
বক্ষে মোর সোণার স্বপন,
শত পারিজাত গন্ধ নিশ্বাসে আমার,
রাগরক্ত এ চরণ
সুরপতি শিরপাতি লয়,—
চাহ নাকি, চাহ নাকি তুমি ?

রৌদ্রাশ্ব । বাঃ বাঃ ! মায়ের আমার এ আবার কি রূপ ! মা ! তোর লীলারও অন্ত নাই—রূপেরও অন্ত নাই । তোর মহিমা আমি অবোধ সন্তান কি বুঝব ? কিন্তু মা, ছেলের সঙ্গে ছলনা কেন ? আমায় কাদায় চুবিয়ে মার্ত্তে চাস ? ইচ্ছা হয় মার । মা যদি ছেলেকে মারে, তো বাঁচায় কে ? আর মা যদি বাঁচায়, তো মারে কে ?

কামকলা । বৎস ! চিনেছ ?

রৌদ্রাশ্ব । শুধু এইটুকু চিনেছি যে তুই মা । তার বেশী কিছুই চিনিনি । তোকে কে কবে চিনতে পেরেছে মা, যে আমি চিনব ? তুই চিনিয়ে দে না ।

কামকলা শোন্ বৎস, চিনাইব তোরে ।
আমি কামকলা, মায়ের বিভূতি,
মায়ের আদেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই তিন লোকে ।

অন্ধ যে মা সন্তান তাঁহার,
চাহে না যে জননীর কোল,
মরীচিকা ফুটায়ে নয়নে,
মরু মাঝে তাহারে টানিয়া লয়ে যাই,
তৃষারূপে কণ্ঠ তালু শুষ্ক করি তার—
যাতনায় শিশু 'মা! মা!' বলি ডাকে,
ঝরে আঁখি মর্ম্ম-বেদনায়।
অমনি ঘুচিয়া যায় ধাঁধা,
খুলে যায় আঁখির বন্ধন
অমনি সে ঘরে ফিরে আসে,
মা'র করুণায় পায় মা'র কোল।

রৌদ্রাশ্ব মা! মা! চমৎকার তোর খেলা! শত জন্ম দেখলেও দেখবার সাধ মেটে না।

কামকলা। বৎস! ডাকিছেন মাতা,
আয় ত্বরা মাতৃ সন্নিধানে।

(কামকলার প্রস্থান)

গীত।

রৌদ্রাশ্ব আমি মায়ের কোলে ঠাঁই পেয়েছি
আর কারে বা ডরি?
ভবের নদীকূলে ভিড়ল এসে মায়ের চরণতরী।
নূতন জোয়ার নূতন হাওয়া,—কত যুগের চাওয়ার
পাওয়া—

এবার আমি পাল তুলেছি খুলে বাঁধন-দড়ি,
(ওমা !) শমন আমায় দেখুক বসে,
আমি তোমার নামে জমাই পাড়ি ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ

ডাকিনীযোগিনীগণের প্রবেশ ।

ডাকিনীযোগিনীগণ গীত ।

মড়া খাই নাচি শ্মশানে—
কড়্ কড়্ কড়্—হাড় মড়্ মড়্ মড়্—বগল বাজাই সঘনে ।
জ্যান্তে মড়ার টুঁটি টিপি, বুকের পাঁজর পায়ে চাপি,
রক্ত চুষি চক্ চক্ চক্, সাবাড়্ করি এক টানে ।—
হাঃ হাঃ হাঃ ! হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ! হাসি মনে মনে ॥

(প্রস্থান)

(মহিষাসুরের প্রবেশ)

মহিষাসুর । কোথা গেল, কোথা গেল ? একি তবে ছায়া ?
বিকল মনের আঁকা ছবি !
অবসন্ন দেহ—

ক্লান্ত চক্ষু ঢুলে পড়ে প্রগাঢ় আলস্যে,
কিন্তু নিদ্রা নাহি হয়।
শ্রান্তিভরে পালঙ্ক শয্যায়,
কালরূপা ভীষণা মুরতি হেরি
উঠিনু চমকি।
ওকি! আবার!
কেন, কেন এই বৃথা উত্তেজনা?
একি মস্তিষ্ক বিকার?
উন্মাদ—উন্মাদ—উন্মাদ হইনু শেষে!
কুক্ষণে পশিনু স্বর্গপুরে,
কুক্ষণে সে মায়াবিনী দেখা দিল আসি,
উন্মত্ত করিল মোরে রূপের তৃষায়!—
কে? কে? কে তুমি ললনা,
বিজন বিরলে বসি অনাথিনী সম—
তপ্ত অশ্রুজলে ভাসাতেছ হিয়া?
আঁা—শচী! শচী! শচী!!—প্রাণেশ্বরী!
যদি আসিয়াছ আজ অনুকম্পা করি,
তোল মুখ, চেয়ে দেখ বারেক ফিরিয়া—
কি উন্মাদ দশা মোর করিয়াছ তুমি!—
আমি নিত্য দগ্ধ হইতেছি
নিরাশার তীব্র মনস্তাপে।
দয়া কর, চেয়ে দেখ,—

ওকি ! কে ? কে ? কে তুমি ?—
কে রমণী উলঙ্গিনী বিলোল-রসনা,
দলিত অঞ্জন সম দেহের বরণ,
ঘন কাদম্বিনী সম এলায়িত কেশ,
গলে দোলে নরমুণ্ডমালা,
করাল কৃপাণ করে ধাইয়া আসিছে ?
একি মায়া ?
মায়া বিদ্যা মোর সম কার ?
মোর সনে মায়া কেবা করে ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
কে হাসিছে অট্ট অট্ট হাসি
সিন্ধু শৈল বিকম্পিত করি ?
চারিধারে উঠিয়াছে প্রলয় কল্লোল,
মৃত্যুর বিকট আর্ত্তনাদ !—
ওকি ! ধেয়ে আসে শোণিতের স্রোত
গ্রাসিতে আমারে !—

(চিক্ষুরের প্রবেশ)

চিক্ষুর — মহারাজ !—(মহিষাসুর চিক্ষুরের গলদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিল)—মহারাজ, রক্ষা করুন, কণ্ঠ রোধ হ'ল।

মহিষাসুর। কে? চিক্ষুর? ওঃ!
সেনাপতি! অসুস্থ—অসুস্থ আমি,
নিতান্ত অসুস্থ।

চিক্ষুর। মহারাজ, গুপ্তচর এনেছে বারতা—
বিষ্ণুলোকে নারায়ণ-উপদেশে,
দেবগণ সম্মিলিত হয়ে
মহাশক্তি করেছে আহ্বান—
অপূর্ব্ব রমণীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন তিনি—
শুনিতেছি আসিবেন ত্বরা এই পুরে।
মহারাজ করহ আদেশ,
করি আমি রণ-আয়োজন।

মহিষাসুর। বটে! বটে!
পরাজিত, স্বর্গচ্যুত, ধরাতলবাসী,
করুণায় দিছি অব্যাহতি—
তথাপি উদ্যোগ
মোর সর্ব্বনাশ হেতু!
হে চিক্ষুর! কর আয়োজন,
পুনঃ আমি যাইব সমরে—
বিষ্ণুলোক বিধ্বস্ত করিব,
দেবতার দুর্দ্দশার সীমা না রাখিব।

(উভয়ের প্রস্থান)

[বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া গীত

একি মজার খেলা চলেছে !—
ঘুমঘোরে মনচোরে অলস আঁখিরে ছলেছে !
গগনে গরজে ঘনঘটা, চমকে বিজলী ছটা,
ফোটে ইন্দ্রধনু, ওঠে চন্দ্র ভানু, একি আঁধারে আলোক জ্বলেছে !
সকালে হাসে যে কাঁদে সে সাঁঝে,
জীবন জাগিয়া ওঠে মরণ মাঝে,
আনন্দ-দীপে শ্মশান-প্রদীপে মধুর মিলনে মিলেছে !
একি মায়া ! মায়া ! মায়া !—এ যে ছায়া মানস-মুকুরে ফলেছে ।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্বর্গ

মহিষাসুরের প্রমোদ-ভবন

মহিষাসুর, চিক্ষুর ও দৈত্য-প্রধানগণ সুরাপান করিতেছে—
অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

অপ্সরাগণ। গীত

বনের পাখী বুঝি ওড়ে !—
সে যে মঞ্জুল কুঞ্জে মৃদুল গুঞ্জে শুনেছে মুরলী
আজি নিশি ভোরে

সে যে মুদিত নয়ন আজি মেলেছে, দেখেছে আলোক রেখা,
তার কঠিন বাঁধন আজি খুলেছে, ভুলেছে দুঃখ ব্যথা
মরমে লেখা,—
শুনেছে কানে কানে কুশল-কথা গোপনে স্বপন ঘোরে ॥

মহিষাসুর। সুরাপান করিনু প্রচুর
ভাসাইনু মনঃপ্রাণ প্রমোদ-হিল্লোলে,
কিন্তু হায়, মুছিল না গাঢ় মসীলেখা !
ঘুচিল না দুশ্চিন্তার প্রবল পীড়ন !
না না, কিছু না—মিথ্যা, মিথ্যা—
মনের বিকার, কল্পনার ছবি।
আন সুরা পাত্র পূর্ণ করি,
তোল তান প্রাণবিমোহন,
ঘুচে যাক মনের কালিমা

অপ্সরাগণ। গীত

বঁধূ কি হল তোমার ?
থম্‌কে থম্‌কে চম্‌কে কেন উঠছ বারে বার ?
চোখে তোমার ফুটছে সর্ষে ফুল,
দোদুল দোদোল দুলছে হিয়া সন্দেহে আকুল,
আকাশ পাতাল ভাবছ কত ঠিকানা নাই তার—
বল না কি হয়েছে ? ভাবনা কি তোমার ?

নৃত্যগীত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সহসা চারিদিক হইতে বিকট অট্টহাস্য উত্থিত হইল। মধ্য-পথে গান থামিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, বজ্রের গর্জ্জন শ্রুত হইল)

সকলে। পালাও—পালাও।

(মহিষাসুর ব্যতীত সকলের পলায়ন—শচীর প্রবেশ)

শচী। মহারাজ মহিষাসুর !—

মহিষাসুর। একি ! শচী !
জীবনের কামনা আমার !

শচী। স্তব্ধ হও। শুন মহারাজ,—
শুনিতেছ অট্ট অট্ট হাসি,
ভাবিতেছ বুঝি মায়া ?
নহে মায়া—কালপূর্ণ—
কালরাত্রি সমাগত আজি।
তাই মহাকাল হাসিছে উল্লাসে।
করিয়াছ যত পাপ
জীবনের প্রহরে প্রহরে,
করিয়াছ যত নারীর লাঞ্ছনা
চূর্ণ করি যত বুক শোণিত-কর্দ্দমে
দম্ভভরে ছুটায়েছ স্যন্দন তোমার,
বহ্নিবর্ণে লেখা আছে সব—
কুসীদ সহিত আজিকে শুধিতে হবে।

আজিকে বুঝিবে,
জননীর রূপান্তর নারী—
বক্ষে তার পীযূষের ধারা,
নয়নে অমৃত,—
কিন্তু সেই নারী আহতা হইলে
দলিতা ভুজঙ্গী সম কালফণা ধরে,
নিশ্বাসে তাহার ছোটে হলাহল,—
সাগর শুকায় যায়,
হিমাচল ভস্মীভূত হয়।
মহারাজ! আজি তব খেলা অবসান,
আজি ধূলিকণা ধূলায় মিশাবে,
একটী বুদ্বুদ হবে লীন মহাসিন্ধু নীরে।

(শচীর প্রস্থান)

মহিষাসুর। একি হল?
কোথা হতে এল? কোথা গেল?
(নেপথ্যে বিকট অট্টহাস্য)
[সহসা বজ্রপাত হইয়া প্রাসাদের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মহামায়ার দশভূজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। তাঁহার পার্শ্বে নানাবিধ প্রহরণ করে জয়া, বিজয়া প্রভৃতি সঙ্গিনীগণ, দশমহাবিদ্যাগণ, ডাকিনীযোগিনীগণ ইত্যাদি. পশ্চাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দণ্ডায়মান।]

মহিষাসুর। এ কি হ'ল ! বিনা মেঘে হল বজ্রপাত !—

ডাকিনীযোগিনীগণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

মহিষাসুর। স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও।
কে তোমরা ? কেন হাসিতেছ ?
মরণের ভয় নাহি রাখ ?

ডাকিনীযোগিনীগণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ?

মহামায়া। রে মহিষ ! আসিয়াছি আমি,
রণরঙ্গে নাচিতে রঙ্গিণী।
দেরে রণ,—রণ—রণ—
রণসাধ তোর সনে।

মহিষাসুর। মরি মরি ! কে রমণী বিশ্ব-বিমোহিনী ?
এরূপের তুলনা কোথায় ?
কোটী কল্প থাকি যদি এমনি চাহিয়া,
দেখিবার সাধ না মিটিবে।
দিকে দিকে বাহু প্রসারিত,
শোভে তাহে সর্ব্বায়ুধ সর্ব্ব অলঙ্কার।
চরণ নুপুর রবে ওঠে কি সঙ্গীত,
বুঝিতে না পারি।
শিরে শোভে অপূর্ব্ব মুকুট.
প্রভায় যাহার ম্লান হয় কোটী দিবাকর—
ওকি ! ত্রিনয়না ! ত্রিশূল-ধারিণী
তবে জননী আমার !

মা ! মা ! এসেছিস্ সন্তানের ঘরে
বিনা আবাহনে !
মাতৃস্নেহ এমনি মধুর !
আয়, মাগো আয়,
নে মা অর্ঘ্য,
শিরে মোর রাখ শ্রীচরণ,
আজি মনসাধে ষোড়সোপচারে
পূজিব মা তোরে,
পূজাশেষে আপনারে দিব বলি ।

ইন্দ্র । রে দানব ! মাতা তোর নহে,
মাতৃরূপে শমন তোমার ।

মহিষাসুর । স্তব্ধ হরে ভীরু কাপুরুষ—
মূর্খ তুই, তুই কি বুঝিবি ?
মাতা-পুত্রে সম্ভাষ যেখানে,
শৃগালের সেথা কিবা অধিকার
বাধা দিতে বিফল চীৎকারে ?
আরে আরে নির্লজ্জ বাসব !
আরে আরে দুষ্ট দেবগণ !
কলঙ্ক-কালিমা মাখি বদনে সবার,
ঢাকি মুখ নারীর অঞ্চলে,
রহি নারীর পশ্চাতে,
কেমনে আইলি স্বর্গপুরে ?

কেমনে কহিস কথা ?
পাপকণ্ঠ রোধ নাহি হয় ?
শির নত হয়ে ভূমিতলে লুটায়ে পড়ে না ?

মহামায়া। রে মহিষ !—

মহিষাসুর। আয়, মাগো আয়,
দয়া করে এসেছিস যদি,
বাহিরে দাঁড়ায়ে কেন ?
আয় মাগো সন্তানের ঘরে।

মহামায়া। সত্য আমি জননী রে তোর—
তবু আমি জননী সবার।
নহি আমি দুর্ব্বলা রমণী,
সন্তানের অনাচার শির পাতি লব।
তুই মোর অবাধ্য সন্তান,
তাই আসিয়াছি দণ্ড দিতে তোরে।

মহিষাসুর। লব দণ্ড শির পাতি মাতা—
আগে পূজা কর্ মা গ্রহণ।

মহামায়া। না—না—না,
রণ—রণ—রণ চাহি তোর সনে।
সাধ যদি দিতে মোরে পূজা,
দেরে রণ—
অন্য পূজা নাহি লব !

মহিষাসুর।   তবে তাই হোক।
মা আসিয়া সন্তানের ঘরে
যাচেন সমর।
হোক সে অকৃতি, তথাপি সন্তান—
মাতারে বিমুখ না করিবে।
রণসাধ যদি মাতা আমার সহিত,
সেই পূজা দিব আজি তোরে।
ধর খড়্গ, ধর মা খর্পর,
হান্ মহাশূল—
এ বক্ষের শোণিত নিঙাড়ি,
তোর পূজা তুই নে জননী।
যা রে দূরে শবভুক্ ডাকিনীযোগিনী,
এসেছিস যারা রুধির পিয়াসে,—
আজি মাতা-পুত্রে রণ,
তো সবার নাহি প্রয়োজন।
আয় মাতা,
আজিকে বুঝিব তোর বল।

মহামায়া।   আয় আয়, বিলম্ব কি হেতু?

(মহিষাসুর খড়্গ উদ্যত করিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইল,
দেবীর শূল তাহার বক্ষে পতিত হইল।)

মহামায়া।   রে মহিষ! অবোধ সন্তান!
আজি মোহমুক্তি ঘটিল রে তোর।

মম বরে
বহু কোটী কল্প তোর জন্ম নাহি হবে,
এইরূপে রহিবিরে পদতলে মোর,
মোর সনে পূজিত হইবি।
আমি মাতা নিখিল বিশ্বের,—
নারকী সন্তান যদি হয়,
এই মত দণ্ডদান নিজে করি তারে,
পুনঃ তারে কোলে তুলে লই।
করি আমি পাপের বিনাশ,
রুধিরে ধোয়ায়ে মলিনতা
কোল দেই পাতকী সন্তানে।

সকলে। ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা।
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ।
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥